প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪০ ১ - ৭ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু অনন্তরাজ্যের প্রবেশদ্বার

মৃত্যু আমার ভালবাসার রাখীবন্ধন

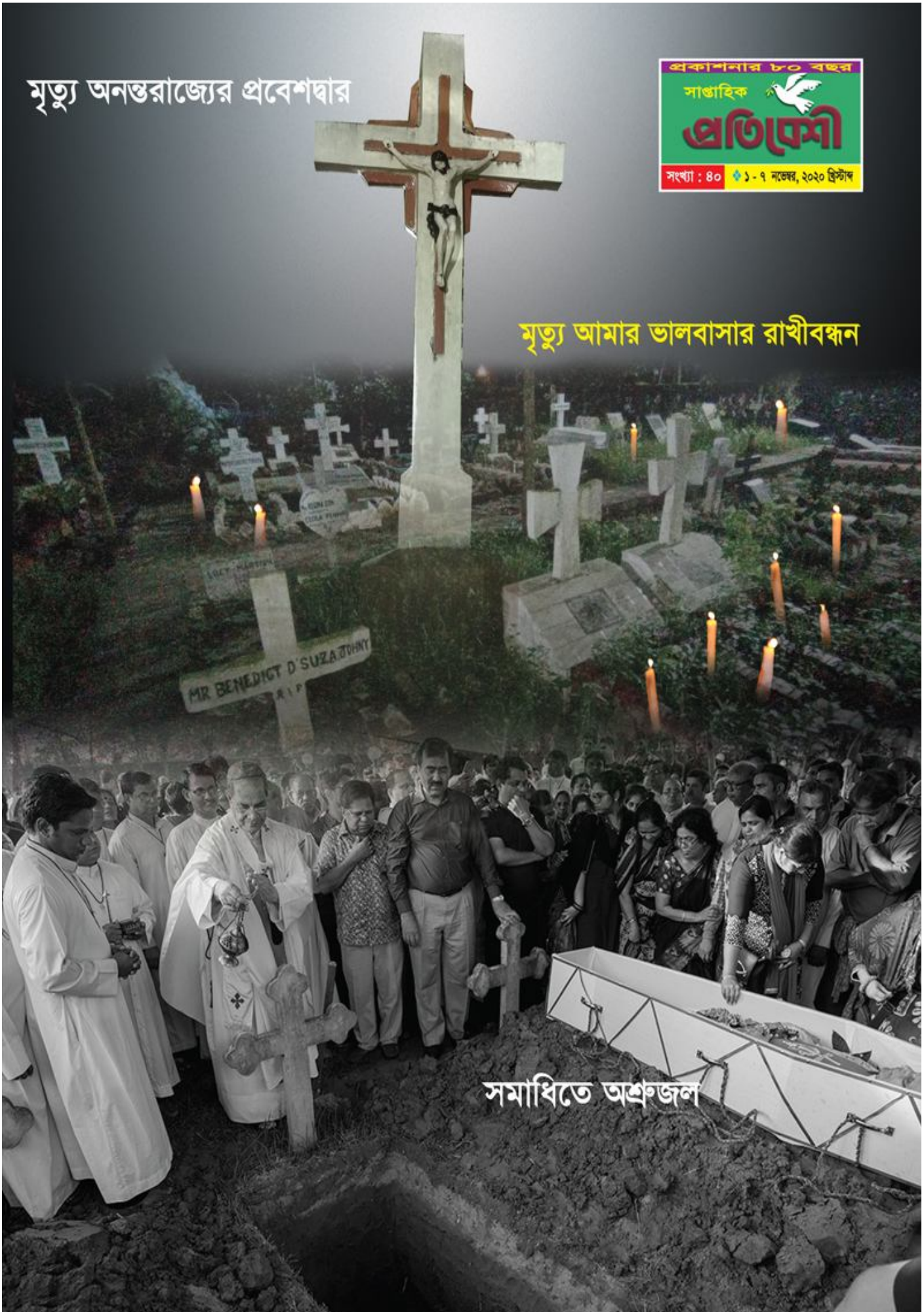

সমাধিতে অশ্রুজল

চিরবিদায়ের প্রথম বছর

প্রয়াত আগষ্টিন কস্তা
জন্ম: ২৮ এপ্রিল, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ (তিরিয়া)
মৃত্যু: ৭ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ (তিরিয়া)
নাগরী, কালীগঞ্জ

ভাল মানুষেরা বেশি দিন বেঁচে থাকে না বাবা। তাইতো মৃত্যু হতে না হতে কি করে যে একটি বছর হয়ে গেল বাবা বর্তমানের এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা একেবারেই বুঝে উঠতে পারিনি। বাবা, একটি বছর আগের দিনগুলো তোমাকে ঘিরে মনে করে কি যে কষ্ট পাচ্ছি বুঝাতে পারবো না। বুকে একটা বড় পাথর চাপা দিয়ে আছে। এই পাথর কখনো সরে যাবে না। বাবা, মার পিছু-পিছু কেন চলে গেলে, আমাদের কথা ভাবলে না। মা-বাবা ছাড়া আমরা কেমন আছি, কি অবস্থা আমাদের এই কষ্ট দুনিয়ার অন্য কোন কষ্টের মত না।

বাবা, তুমি ছিলে ভাল একজন বাবা, দাদু, কাকা, মামা, বড় ভাই এবং অনেক বড় মাপের একজন বন্ধু। মিনিটেই সবাইকে আপন করে নিতে পারতে। তোমার মিষ্টি হাসি, বন্ধুসুলভ ব্যবহার, কথা, আদরভালবাসা দিয়ে সবাইকে যেমন আপন করে নিতে, তেমনি সবাই তোমাকে কাছে টেনে নিতো। বাড়ির সব বৌ-দের সাথে ছিল তোমার গভীর ভাব। কখনো এদেরকে বানাতে মেয়ে, কখনো মা জননী। তুমি অনেক বড় মনের ছিলে বাবা। আজও বাজারের ফল বিক্রেতা, সবজিওয়ালাসহ দোকানের অনেকেই তোমার কথা বলে। আমাদের কথা জানতে চেয়ে বলে, তোমার বাবা মানুষটা খুব ভাল ছিল। আমরা ভাল একটা বন্ধু হারালাম। অনেক দিন মনে থাকবে তার কথা। বাবা, আমরাও তোমাকে প্রতিনিয়ত মিস করছি। আমরা অনেক ভালবাসি তোমাকে বাবা। তুমি ছিলে নরম মনের। তোমার মিষ্টি হাসি, মুখভরে মা-বাবা ডাক, এখনো কানে বেজে ওঠে। এখন আর কেউ ফোনে খোঁজ নেয় না বাবা। এগুলো বেশি কষ্ট দিচ্ছে বাবা। এমনি করেই চিত্রা, মা-বাবা আমাদের ভালবাসায় বেঁচে থাকবে। তোমরা ভাল থেকো। প্রার্থনা করি পিতার পাশেই যেন থাকো। আমেন।

তোমার অতি আদরের
চন্দ্রা, চন্দন, চঞ্চল, চামিলি ও চুমকী।

বিজ্ঞ/১৯৭/২০২০

মমতাময়ী মায়ের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই।'

প্রয়াত যোসফিন কোড়াইয়া
জন্ম : ৮ মে, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৯ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (বৃহস্পতিবার)
রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

আমাদের স্নেহময়ী মা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গ লাভ করতে চলে গেল, তা-ও আজ তিন বছর পূর্ণ হয়ে গেল। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে আমরা যদিও তোমাকে হারিয়েছি মা, তবুও তুমি রয়েছ আমাদের হৃদয় জুড়ে। আর সেখানেই থাকবে সব সময়; কখনও হারিয়েও যাবে না। মা, বাবার মৃত্যুর পর তোমার কষ্টগাঁথা কর্মময় জীবনের দ্বারা জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে, একজন রত্নগর্ভা মা হয়ে, আমাদের মানুষ করে মানুষের সেবায় কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছ। আজ তোমার তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা পরিবারের সকলেই শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি তোমায়। তোমার রেখে যাওয়া সকল আদর্শ, আদেশ-নির্দেশ ও স্মৃতি আমাদের জীবন চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বাস করি, তুমি আছো আনন্দলোকে পরম পিতার সান্নিধ্যে। প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো মা, তোমার জীবনাদর্শে আমরা যেন জীবনের বাকীটা পথ চলতে পারি এবং তোমার নাতী-নাতনীদের সুপথে পরিচালিত করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

ফাদার প্রশান্ত থিওটনিয়াস, সুশান্ত টমাস-বিউটি, ডেনিস আলবার্ট-হীরা, ফাদার লেনার্ড কর্ণেলিয়াস, জুয়েল প্রনয়-লিজা ও ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সিস্টার হেলেন এসএসএমআই, আন্না সুমতি-ইগ্নেসিয়াস, সিস্টার স্মৃতি তেরেজা সিআইসি ও সিস্টার বাসনা রিবেরু সিএসসি

নাতি-নাতনী, পুতি এবং আত্মীয়স্বজনেরা।

বিজ্ঞ/১৯৮/২০২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ৪০
■■■■■ ১ - ৭ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■■ ১৭ - ২৩ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

আমরা অনন্ত জীবন পথের যাত্রী

পৃথিবীতে অভ্রান্ত সত্যগুলোর মধ্যে 'মৃত্যু' অন্যতম। আর এই অভ্রান্ত সত্যকেই মেনে নিতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়। অনেক সময় আমরা আমাদের প্রিয়জনদের ছাড়তে চাই না আবার যারা গত হয়েছে তাদের শোকও কাঁটিয়ে উঠতে পারি না। এমনও হয় এই সুন্দর পৃথিবীতে নিজের মৃত্যুর কথা ভাবলেই কেমন যেন গাঁ শিউরে ওঠে। তার কারণ হল নিজের জীবনের ও জগতের প্রতি মায়া। তবে প্রকৃতির নিয়মেই সবাইকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাস অনুসারে মৃত্যু শুধুমাত্র শেষ বিদায় বা ধ্বংস নয়। মৃত্যু হল অনন্ত জীবনের পথে যাত্রা। অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করি, মৃত্যুর পর আমাদের আরো একটি জীবন আছে। আর সেই জীবন পরম পিতার সাথে অনন্তকালীন সুখের জন্য। আর এই পথ খুলে দিয়েছেন স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিস্ট। যিশু, ঈশ্বর পুত্র হয়েও মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন। কিন্তু মৃত্যুর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করে আমাদের জন্যে সুযোগ করে দিয়ে গেছেন পরকালে পরম পিতার সাথে বসবাসের। তিনি নিজেই বলে গেছেন, আমি পথ, সত্য ও জীবন। আমার মধ্যদিয়ে না গেলে কেউই অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারবে না। যিশুকে আশ্রয় করে তাঁর ভালবাসা মূর্ত করে তোলার জন্য এ জগতে অনেক মানুষ সুন্দর ও পবিত্র জীবন-যাপন করে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। খ্রিস্টমণ্ডলী গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ে এ ধরণের আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিদের স্মরণ করে ১ নভেম্বর নিখিল সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসে। নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মধ্যে আমাদের পিতৃপুরুষেরাও নিশ্চয় আছেন। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি জ্ঞাপন করা আমাদের একটি বিশেষ দায়িত্ববোধের মধ্যেই পড়ে। ভক্তি-শ্রদ্ধা জানানোর সাথে-সাথে তাদের মতো হয়ে ওঠার জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কেননা তাদের মতো হয়ে ওঠেই আমরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারবো। অনন্ত রাজ্য যেমনিভাবে সকলের জন্য উন্মুক্ত, সাধু-সাধ্বী হওয়ার আহ্বানও সকলের জন্য প্রযোজ্য। আমি সাধু-সাধ্বী হতে পারবো এ বিশ্বাস ও বোধ নিয়ে জীবন-যাপন করলে অনেক মন্দতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবো। আমাদের সন্তানদেরকেও সাধু-সাধ্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখানো আমাদের একটি নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

অনন্ত রাজ্যে প্রবেশের প্রত্যাশা নিয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু এখনও তা লাভ করেননি তাদের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা ও মঙ্গলকাজ করতে মণ্ডলী আমাদের এই পুরো নভেম্বর মাস দিয়েছে। এই সারা মাসব্যাপি মৃতদের স্মরণ করি, তাদের জন্যে প্রার্থনা করি এবং সেই সাথে সাথে নিজের জীবনে সংশোধন আনতে পারি। এই মৃতলোকের মাস আমাদের শিক্ষা দেয় ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীতে আমরা কিছুদিনের অতিথি। আমরাও একদিন মৃত্যুবরণ করব তা স্মরণে এনে ভাল ও পবিত্র জীবন যাপন করি। আমাদের আগে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তারা সকলেই এই সত্য প্রকাশ করছেন যে, পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীর কোন ধন-সম্পদ, টাকা-কড়ি, মান-সম্মান, পদমর্যাদা, ক্ষমতা, জায়গা-জমি, কোন কিছুই সঙ্গে যাবে না। সবকিছু ফেলে রেখে একদিন সকলকেই চলে যেতে হবে। তাই মিথ্যা মোহ-মায়া, মান-সম্মান, লোভ-লালসা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-রেষারেষি ও জগতের অসারতা নিয়ে কেন এত দম্ভ করি। মনে রাখি; শূন্য হাতে এসেছি শূন্য হাতেই যেতে হবে।

মৃত্যু আমাদের জীবনে আসবেই। তাই সময় থাকতেই অনন্ত জীবনে বাসিন্দা হবার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করি। মৃত্যু ভয়ে ভীত না থেকে সম্ভবপর সকল ভাল করার প্রাণপণ চেষ্টা করি। যাতে করে মৃত্যু পেরিয়ে আমরা অনন্ত জীবন পেতে পারি। এ অনন্ত জীবন পাবার প্রত্যাশায় শূচগ্নিস্থানে থাকা আত্মারা আমাদের প্রার্থনার প্রত্যাশায় রয়েছে। খ্রিস্টেতে বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণকারী এ সকল ব্যক্তিরা স্বর্গে যাবেন - এ প্রত্যাশা রেখে আমরা অনবরত মৃতদের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করে যাব আর অনন্ত জীবন লাভের প্রত্যাশায় আমরাও প্রতিনিয়ত ঈশ্বর ও মানুষকে নিজের মতো ভালবেসে যাব। ঈশ্বর পরলোকগত সকল ভক্তবিশ্বাসীকে অনন্ত শান্তি দান করুন॥ ✝

"যিশু বললেন, জেগে থাক, কেননা তোমরা সেই দিন বা সেই ক্ষণ জান না। - মথি: ২৫ : ১৩

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

গুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত : ১৯৬৬ ইং, নিবন্ধন নং - ১৪/৮৮, ১ম সংশোধিত নিবন্ধন নং - ১৭২/০৮, ২য় সংশোধিত নিবন্ধন নং - ১৩৮/১৫
গ্রাম: গুলপুর, ডাকঘর: শিকারপুর নিয়ওলা-১৫৪০, উপজেলা: সিরাজদিখান, জেলা: মুন্সিগঞ্জ ।

৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০১ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা **"গুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ"** এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ শুক্রবার গুলপুর গির্জা কমিউনিটি সেন্টারে সকাল ১০টায় সময় ক্রেডিট ইউনিয়নের **"৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা"** অনুষ্ঠিত হবে ।

অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্মানিত সকল সদস্যগণকে উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সভার কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী অভেচ্ছান্তে

সজল জন পিরীজ
চেয়ারম্যান
গুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বাপ্পী লুকাস কস্তা
সেক্রেটারি
গুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

দ্রিঃ দ্রঃ

(ক) কোন সদস্যের নিকট সমিতির চাঁদা বা শেয়ার বা সদস্যপদ সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য তাঁহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না (সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ধারা ৩৭)।

(খ) প্রত্যেক সদস্যকে ২০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সকাল ৮:৩০ মিনিট থেকে ৯:৪৫ মিনিটের মধ্যে সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে হাজিরা বহিতে স্বাক্ষর করে: খাদ্য কুপন ও লটারী কুপন সংগ্রহ করতে হবে। খাবার পরিবেশন করা হবে দুপুর ১টা হতে ২:৩০ মিনিট পর্যন্ত ।

(গ) বার্ষিক সাধারণ সভায় দুপুরের আহারের পূর্বে একবার এবং পরে একবার উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে সকল সদস্যদের মধ্যে লটারী প্রদান করা হবে।

বিপ/২০২/২০

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

১ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩০ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০টায় সময় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সমিতির নিজস্ব অফিস জুবিলী ভবন প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য/সদস্যাদের যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ

রনি আন্তনী রোজারিও
সেক্রেটারি
এমপিসিসিইউএল

সঞ্জয় ডমিনিক রোজারিও
চেয়ারম্যান
এমপিসিসিইউএল

বিঃদ্রঃ সকাল ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে যে সমস্ত নিয়মিত সদস্য/সদস্যা উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন তাদের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে কোরাম পূর্তির বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বিপ/২০১/২০

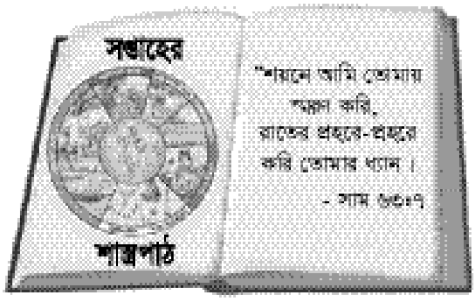

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১-৭ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১ নভেম্বর, রবিবার
নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
প্রত্যাদেশ ৭: ২-৪, ৯-১৪, সাম ২৪: ১-৬, ১ যোহন ৩: ১-৩, মথি ৫: ১-১২ক

২ নভেম্বর, সোমবার
পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণে খ্রিস্টযাগ, নির্ধারিত শাস্ত্র পাঠ ও পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণে 'প্রভুর দিন' অথবা বাণীবিতান-৩য় খণ্ড: বিবিধ থেকে শাস্ত্র পাঠ নিতে হবে।
প্রথম খ্রিস্টযাগ যোব ১৯: ২৩-২৭ সাম ২৭: ১, ৪, ৭-৯, ১৩-১৪, রোমীয় ৫: ১-১১, যোহন ৬: ৩৭-৪০
দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ ইসাইয়া ২৫: ৭-৯, সাম ২৫: ৪-৭, ২০-২১, রোমীয় ৮: ১৪-২৩,এথি ২৫: ৩১-৪৬, তৃতীয় খ্রিস্টযাগ প্রজ্ঞা ৩: ১-৯, সাম ৪২: ১-২, ৫, প্রত্যাদেশ ২১: ১-৭, মথি ৫: ১-১২

৩ নভেম্বর, মঙ্গলবার
সাধু মার্টিন দ্য পরেস, সন্ন্যাসব্রতী, স্মরণ দিবস
ফিলিপ্পীয় ২: ৫-১১, সাম ২২: ২৫-৩১, লুক ১৪: ১৫-২৪

৪ নভেম্বর, বুধবার
সাধু চার্লস বরোমেয়, বিশপ, স্মরণ দিবস
ফিলিপ্পীয় ২: ১২-১৮, সাম ২৭: ১, ৪, ১৩-১৪, লুক ১৪: ২৫-৩৩

৫ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
ফিলিপ্পীয় ৩: ৩-৮, সাম ১০৫: ২-৭, লুক ১৫: ১-১০

৬ নভেম্বর, শুক্রবার
ফিলিপ্পীয় ৩: ১৭–৪: ১, সাম ১২২: ১-৫, লুক ১৬: ১-৮

৭ নভেম্বর, শনিবার
শনিবারে ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরনে খ্রিস্টযাগ
ফিলিপ্পীয় ৪: ১০-১৯, সাম ১১২: ১-২, ৫-৬, ৮-৯, লুক ১৬: ৯-১৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১ নভেম্বর, রবিবার
+ ১৯৩১ সিস্টার এম জার্লাথ স্ট্যান্টন সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮২ ঈশ্বরের সেবক বিশপ ভিনসেন্ট জে ম্যাক-কাউলি সিএসসি (ঢাকা)

২ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৯৬৮ ফাদার লুইজি মার্টিনেল্লি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭২ ফাদার গায়তানো কুরিওনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ মন্সিনিয়র টমাস কুইয়াহ (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৮ সিস্টার মেরী দত্ত এসএমআরএ (ঢাকা)

৩ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৬ ফাদার এডমন্ড গ্যেডার্ট সিএসসি (ঢাকা)

৪ নভেম্বর, বুধবার
+ ১৯৭৪ ব্রাদার ফেবিয়ান এফ লেইমিস্টার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ সিস্টার ডাইয়োনসিউস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮০ সিস্টার মেরী ওমের বিশ্বাস আরএনডিএম (ঢাকা)

৬ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ২০০১ সিস্টার এমেলিয়া থেরিয়েন সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৭ নভেম্বর, শনিবার
+ ১৯৫৬ মাদার এম আম্ব্রোজ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৪ সিস্টার এম ইমেল্ডা ডি'ক্রুজ আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০১৫ ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা (ঢাকা)

ছেলে শিশুদের নিরাপত্তা জোরদার হোক

নারী ও কন্যা শিশুর পাশাপাশি যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে ছেলে শিশুরাও। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ছেলে শিশু ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের বিষয়টি নারী ও কন্যা শিশুর মত প্রচার না পাওয়ায় বিষয়টি সকলের দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে। কিন্তু ভুক্তভোগী ছেলে শিশুদের পরিবার ও অভিভাবকেরা তাদের ছেলে সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমত উদ্বিগ্ন এবং এই জঘন্যতম অপরাধের বিচার না পাওয়ায় হতাশ। শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করা বিশ্লেষকদের ধারণামতে, দেশে ছেলে শিশু ধর্ষণের ঘটনা কন্যা শিশু ধর্ষণের প্রায় সমানই। সম্প্রতি একজন মাদ্রাসা শিক্ষক এক ছেলে শিশুকে ধর্ষণকালীন হাতে-নাতে ধরা পড়ায় জনগণের রোষের অনলে পড়েন এবং পরবর্তীতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। এমন ঘটনা সমাজে অহরহ ঘটে চলেছে কিন্তু ছেলে শিশু ধর্ষণের বিষয়টি কেউ সহজে আমলে নিতে চায় না। এমনকি ছেলে শিশু ধর্ষণকারীদের প্রাপ্য সাজা হয়েছে এমন নজির খুব কমই রয়েছে। ফলশ্রুতিতে, ছেলে শিশু নির্যাতনের সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে অভিভাবক এবং পরিবারের উদাসীনতা ও শিশুদের অভিব্যক্তি, অভিযোগ এবং অনুযোগের প্রতি অবহেলা, শিশুসুলভ আচরণ মনে করে তাদের কথার মূল্যায়ন না করা ইত্যাদি বিষয়গুলোও ছেলে শিশু ধর্ষণ ও নির্যাতন বৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে। এসব বিষয়ে পিতা-মাতা এবং দায়িত্বশীল অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং শিশুদের কথা বিশ্বাস করে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

তাছাড়া, দায়িত্বশীল পিতা-মাতা ও ব্যক্তি হিসেবে ছেলে শিশুদের অভিযোগ এবং কারো সাথে মিশতে বা কাছে যেতে অনীহা প্রকাশের কারণসমূহ অবহেলা না করে বিবেচনা করতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিগণ, গৃহশিক্ষক, মাদ্রাসা বা এতিমখানার কর্মীগণ বা নিকট আত্মীয়স্বজন দ্বারাই ধর্ষণ বা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে ছেলে শিশুরা। আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ধর্ষকেরা শিশু ছেলেদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে রাখে। এছাড়াও, অসচেতন পিতা-মাতা, আত্মীয়পরিজন এবং প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত ব্যক্তিবর্গ ছেলে শিশুদের অভিযোগ ও ভয়-ভীতির কারণসমূহ খতিয়ে দেখার বিন্দুমাত্র চেষ্টা রাখে না বিধায় এসব অপরাধ ঘন-ঘন সংঘটিত হচ্ছে। দেশের অনেক শিশুই বছরের পর বছর এধরনের নীরবে নির্যাতন সহ্য করার ফলে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কাজেই, কন্যা শিশুদের পাশাপাশি ছেলে শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়টি এড়িয়ে গেলে চলবে না। অন্যদিকে, এসব ঘৃণ্য অপরাধের ফলে ছেলে শিশুদের সুন্দর শৈশব নষ্ট হচ্ছে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অন্যদিকে, বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে ধর্ষণজনিত অপরাধের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। নারী, কন্যা বা ছেলে শিশু হোক, ধর্ষণকারী বা যৌন নিপীড়ক যাতে তার অপরাধের জন্য যথাযোগ্য শাস্তি পায় সে বিধান রাখতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে। পরিতাপের বিষয় হলো, বাংলাদেশে ছেলে শিশু ধর্ষণের আইন আলাদা করে তৈরি হয়নি। কিন্তু কন্যা শিশু ধর্ষণ বিচারের একই আইন দ্বারা ছেলে শিশু ধর্ষণের বিচার করার বিধান রয়েছে দেশে। তাই ছেলে শিশু ধর্ষণকে যেন ছোট করে দেখা না হয় বরং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জোর দাবী জানাই। সুতরাং, শিশু অধিকার সংরক্ষণে সকলকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন নারী ও কন্যা শিশুদের পাশাপাশি ছেলে শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়টিও নিশ্চিত হয়। শিশুদের অধিকার সংরক্ষণে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলে সমাজে, দেশে এবং আন্তর্জাতিক মহলে মর্যাদা বৃদ্ধি হবে ॥

জাসিন্তা আরেং
ময়মনসিংহ থেকে

সমাধিতে অশ্রুজল

ফাদার যোসেফ মুরমু

মৃত ব্যক্তির শয়নকক্ষ থেকে সমাধি পর্যন্ত সকলের চোখে জল ছল-ছল করে। জল পড়ছে তো পড়ছেই, যেন থেমে যাওয়ার কোন লক্ষণ নেই। স্বজনহারা ব্যক্তির মাথায় কতজন যে সমবেদনা দিয়ে চোখের জল থামাতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোন কাজে আসছে না। দেখা যায়, ঘনিষ্ঠরা, মৃতকে শেষ চুম্বনে চোখের জলে ডুবিয়ে দেয়। মৃত্যুকে সমাধিতে নামিয়ে দেয়ার পরেও চোখের জল সমাধির বুকে, ঠিক মাথা-বুকের বরাবর, স্বজনের চোখের জল টপ-টপ করে ঝরে পড়ছে। স্বজনদের শরীরটা ক্লান্ত অবসন্ন, বুকে ধুক-ধুক আফসোস। ব্যক্তিকে ফিরে পাওয়া যাবে না, একথা মাথায় এনে স্বজনদের থেমে যেতে হয়। একই সময় আত্মীয়-অনাত্মীয়, সকল দুঃখভরা মানুষকেও থেমে যেতে বাধ্য হয়।

দৈনন্দিন চলাচলে সমাধির সম্মুখ হলেই স্বজনের অশ্রুজল আপনা-আপনি পড়তে থাকে। এও দৃষ্টিগোচর হয়, স্বজন, সমাধির পাশকেটে চলে যাচ্ছে, মনে পড়ছে, তার সঙ্গে 'মৃতের' সাংসারিক সম্পর্ক, ও দৈনন্দিন যাপনের খণ্ড-খণ্ড ঘটনাসমূহ, তখনো এমন দৃশ্যের অবতারণা হয়। স্বজনেরা এই অবস্থা উপলব্ধি করে, কিন্তু রহস্যটা বলতে পারে না যে, কেন এমন হয় জীবিত মানুষের কপালে। তবে মানুষের পরলোকগত হওয়ার রহস্য, স্বয়ং পিতা ঈশ্বরই রহস্যময় ঘটনা, তা সকলেই বিশ্বাস ও সমর্থন করে। কিন্তু ভাবাবেগের কারণে, স্বজনের অনুপস্থিতি অনুভব করে, বিধায় জীবিত মানুষের মৃত সহ্য হয় না, ফলে অঝোরধারায় অশ্রুজল। সেইসঙ্গে মানুষের কাছে কঠিন বিষয় হল, মানুষ যখন হৈ-হুল্লোর জীবন থেকে অগোচর হয়, দেখা যাবে না, কথা হবে না, সংসার হবে না; মোট কথা, ঐ ব্যক্তির সাথে কোন সম্পর্কই থাকবে না, বিচ্ছেদের স্থায়িত্ব রূপ সামনে দাঁড়াবে, ফিরে পাবার কোন পন্থা নেই, শুধু বুকফাঁটা হতাশা, আর অশ্রুজল মুছে নেয়া, সীমাহীন আর্তনাদ, এই জন্যেই জীবিত ব্যক্তির কাছে এত বিড়ম্বনা, এত চোখভরা অশ্রুজল। অনেক সমাধিতে মৃতের ছবি বেঁধে রাখা হয় (যদি সিমেন্ট পাকা থাকলে), ক্রুশ কাঠে নাম লেখা হয়, এসব দেখে স্বজনেরা দেখতে পায়, ভাবে মৃত ব্যক্তি সমাধির উপর বসে 'আমার' দিকে এক পলকে মায়াবি দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডাকছে, ডাকছে, অনেকবার মনে হয়, ব্যক্তি ফেলে আসা জিনিস ফেরত পেতে চাইছে ইত্যাদি। এভাবে সমাধি জীবিত মানুষকে কঠিন দ্বন্দ্বে নিক্ষেপ করে, ভাবিয়ে তোলে, অতীতে তার সঙ্গে কিছু একটা হয়েছিল নাকি? বা কেন মনে এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব? এতকিছুই স্বজনকে চোখের জল পড়তে বাধ্য করে।

সমাধি সংসারমুখর জীবনের সমাপ্তির সত্যচিহ্ন। কিন্তু সমাধি কান্না করতে বলে না বলে সমাধিস্থ ব্যক্তির অজানা জীবনের বিষয়গুলো ভেবে নিয়ে, সৃষ্টিকর্তার কাছে

মার্জনা প্রার্থনা করা তার উত্তম আদর্শ অনুসরণ করে, আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করা। সমাধি এও অঙ্গুলী নির্দেশ দেয় যে, মৃত ব্যক্তির মানবিক গুণগুলো নিজের মধ্যে দৃশ্যমান করিয়ে নেয়া, যাতে সমাধি দেখে বুকটা আতকে না ওঠে, বরং সমাধিমুখী হওয়ার আগে সমাধির মালিকের সান্নিধ্যে শক্তিমান হওয়া, মৃত্যুর ভয়কে সত্য ও আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা জয় করে নেয়া। সমাধিতে অশ্রুজল ফেলে পুণ্য অর্জন সম্ভব না, তবে লক্ষ্য হবে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গ সুখে প্রত্যয়ী হওয়া। বিশ্বাস করি, মানুষের অশ্রুজলও কিন্তু পরপারের জীবনের ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিতে নির্দেশনা দেয়। মানুষের চোখ থেকে যে পরিমাণ জল ঝরে, তার বহুগুণ আধ্যাত্মিক শক্তির স্বর্গীয়জল যেন মানুষকে শুচি করে তোলে, সেদিকেও খেয়াল করতে মনোযোগী করে। সমাধি ঠিকই বুক চিরে যাওয়ার নিপীড়ন দেয়, এরপরেও তা ভগবানের স্বর্গসুখ লাভে বুকে প্রত্যাশা জাগিয়ে দেয়। অশ্রুজল যেমন চোখ দুটোকে ধুলোমুক্ত করে, চোখের পাতাগুলোকে ধুয়ে দেয়, ঠিক যেন ওরকমই সমাধি মানুষকে ক্লিন হতে ভাবনা দেয়, দৃষ্টিভঙ্গি দেয় এবং প্রত্যাশা দেয়, যাতে তার মৃত্যু বৃথা না হয়।

সমাধি কাঠ বা লোহার ক্রুশ, মাটি, রং ও সাদা চুন দিয়ে বেশ পরিপাটি করা হয়। এটি মনে করিয়ে দেয়, মানুষটি এখনো বেঁচে আছে, কাছেই রয়েছে। যিশুর মৃত্যু ও সমাধির পাশে যারা উপস্থিতি ছিলেন, তারা যিশুর দেহে এবং সমাধিতে হাত রেখে বুক চাপড়ানি, তারা সমাধি ছেড়ে ফিরে গেল গৃহে, অপেক্ষা করেছে, কখন কি ঘটনা ঘটবে। সময় পূর্ণ হল, যিশু পুনরুত্থান করলেন। কিন্তু আমাদের কাছে সমাধি বেদনার কথা একটু বেশি বলে, কারণ এই মুহূর্তে মৃত পুনরুত্থান করবে না, তার চিরদিনের জন্যে বিনাশ হয়েছে। সমাধিকে কেন্দ্র করে যা কিছু দৃশ্যমান হয়, যেমন- সমাধির মাটি, ক্রুশ, উচু-নিচু ঘরের ছাওনি, এগুলো হল মানুষের শ্রদ্ধাবোধের বহিপ্রকাশ। তা সমাধির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আবশ্যকতা, এতে জীবিত মানুষ সান্ত্বনা লাভ করে, মৃতের প্রতি যত্নবান হওয়ার মনোভাব প্রকাশ করতে সহায়তা করে। কিন্তু চোখের অশ্রুজল শুধুই বেদনা জন্মায়, ভাল ভাবনার পথ রুদ্ধ করে। এরপরেও সমাধিস্থ ব্যক্তির প্রতি সাধ্যমতই বিশ্বাসের শক্তি দ্বারা যত্নবান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং মৃত ব্যক্তির সমাধির উপরে অশ্রুজল টপ-টপ করে ঝরিয়ে দেয়ার মধ্যে কোন সমাধান নেই, উপকারও নেই, শুধু আছে বেদনার মানসিক যন্ত্রণা, হতাশা। সমাধিকে ঘিরে যা কিছুই করা হোক না কেন, ফলাফল কিন্তু শুন্য, কারণ সমাধিস্থ ব্যক্তি আসবে না, এসে ভাল-মন্দের কোন আদেশ-নির্দেশ দিয়েও যাবে না। এ কথা সকলে বিশ্বাস করে সমাধি গুহায় যাকে রাখা হয়, তার অদৃশ্য উপস্থিতি বরাবরই অনুমেয়, তাকে উপলব্ধির মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এখন ধর্মবিশ্বাসী মানুষের পক্ষে ওর জন্য ধর্মের নিয়মে যেটা করা প্রয়োজন, আত্মীয়-স্বজনকে তাই করা উচিৎ। এবং আত্মীয়-স্বজনদের বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে তার আত্মার শান্তি-সুখ-মঙ্গলের জন্য ত্যাগ-তপস্যা করা, তাকে ভয় না করা বরং প্রতিবারই মৃত্যুবার্ষিকীতে তাকে যথা সম্মান জানানো, তার প্রতি কৃতজ্ঞ প্রকাশ করা, কৃতজ্ঞ থাকা। তবে একটি কথা, মৃত্য ব্যক্তি যেহেতু আপনজন, তাই চোখের জল সমাধিতে চলার পথে ঝরবেই, ঝরুক, সর্ম্পকটা নবায়ন হবে। সব কথার এক কথা, পরমেশ্বরের কাছে চোখের জলমিশ্রিত অনেক প্রার্থনা উৎসর্গ করা উচিত, সেদিকে অবশ্যই জীবিত মানুষের লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকুক, তাই কামনা করি॥

মৃত্যু আমার ভালবাসার রাখীবন্ধন

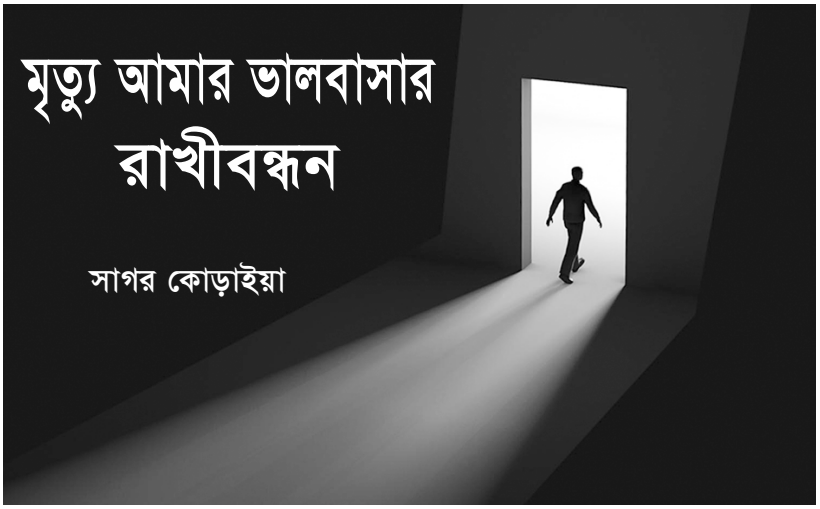

সাগর কোড়াইয়া

জন্মের সময় আছে কিন্তু মৃত্যুর সময় নেই। জন্মে সবাই হাসে আর শিশু কাঁদে কিন্তু মৃত্যুতে সবাই কাঁদে আর মৃত ব্যক্তি নীরব। জন্মে জীবনের শুরু; মৃত্যুতে ইহজীবনের শেষ। জন্মে অস্থিরতা আর মৃত্যুতে নিস্তব্ধতা। জন্মে বন্ধন মৃত্যুতে ছিন্ন। জন্মে পিতা-মাতার উপস্থিতি আর মৃত্যুতে পিতা-মাতার অনুপস্থিতি। জন্মে শিশু সজাগ আর মৃত্যুতে দৈহিক ঘুম। জন্মে আগমন-অবস্থান কিন্তু মৃত্যুতে প্রস্থান। জন্মে নাবালক আর মৃত্যুতে সাবালক। জন্মে শিশু অভিজ্ঞতাহীন-মৃত্যুতে অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন। জন্মে পরজীবনের জন্য প্রস্তুতি আর মৃত্যুতে পরজীবনের শুরু। জন্মের মধ্যদিয়ে ক্ষণিকের দেখা আর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে অনন্তলোককে অবলোকন। জন্মে স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ; মৃত্যুতে ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ। জন্মে মৃত্যুকে নিয়ে ধ্যান আর মৃত্যুতে মৃত্যুকে অভিজ্ঞতা। জন্ম-মৃত্যু যেন চিরহরিৎ বৃক্ষের মতোই। চিরহরিৎ বৃক্ষ যেমন সারাটি বছর সবুজ আভায় স্বমহিমায় উদ্ভাসিত; মৃত্যু ঠিক তদ্বরূপ। মৃত্যুর কোন পরিবর্তন নেই। মৃত্যু আদিতে যে রকম ছিলো, এখনো তেমনি; ভবিষ্যতেও এর রূপ একই থাকবে। মৃত্যু নীরবে-নিভৃতে আসে। মৃত্যুর মতো এত স্নিগ্ধ-সুন্দর কিছু নেই বোধহয়। তবু আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই। চিরজীবন ধরে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করি। তবু মৃত্যু আসে। 'জন্মালে মরিতে হয়' এই বাক্য যেন অমর হয়ে আছে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। জন্ম-মৃত্যু দুটি ঘটনা শুধুমাত্র একবারই আসবে সবার জীবনে। দ্বিতীয়বার শত চেষ্টা করলেও আসবে না। জন্ম যেহেতু হয়েছে তাই মৃত্যুকেও সাদরে বরণ করে নেবার সাহস সঞ্চয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এত কিছুর পরেও স্বজনহারা প্রাণ কোন কিছুই মানে না। সব সান্ত্বনাই ব্যর্থ হয়ে যায়। স্বজনহারা প্রাণ ঢুকরে কেঁদে উঠতে চায়। স্মৃতিবিজড়িত অতীত তাড়িত করে। মৃত্যু যেহেতু আসবে, তাই মৃত্যু আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যেন ভালবাসার রাখীবন্ধন।

যাজকীয় অভিষেকের পরে বেশ কয়েকজন মৃতপ্রায় খ্রিস্টভক্তকে রোগীলেপন সংস্কার দিয়েছি। সুস্থ হয়েছেন সবাই। যাজকীয় জীবনে আনন্দের মধ্যে এটা একটি। অসুস্থতার খবর শুনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছতে চেষ্টা করি। চিন্তা ছিলো আমার অবহেলার কারণে অসুস্থ ব্যক্তি তৈললেপবিহীন যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে নিজেকে অপরাধী ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। যিনি অসুস্থ তার মধ্যেও রোগীলেপন সংস্কার লাভ করে মৃত্যুর মধ্যদিয়ে যিশুর সাথে যাতে একাত্ম হতে পারে সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে বলে মনে হয়। আবার স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেন। রোগীলেপন সংস্কার দেওয়া হয়ে ওঠে না। অনেক কষ্টের মধ্যে এটাও। একদিন অসুস্থতার খবর শুনে তড়িঘড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পৌঁছাই। দূর থেকে দেখি রোগীকে শীঘ্র ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মোটরবাইক পার্কিং করে ভেতরে প্রবেশ করি। বাহিরে অপেক্ষায় আছি রোগীলেপন প্রদানের জন্য। রোগীর আত্মীয়-স্বজনরাও বাহিরে অপেক্ষমান। কয়েক মিনিট পর রোগীর এক আত্মীয়া কান্নাজড়িত কণ্ঠে এসে জানালো যে, রোগী আর নেই। সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল! এখানে সান্ত্বনার ভাষা কি হতে পারে জানা নেই। নীরবতাই বুঝি সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। খানিক পূর্বে যে ব্যক্তি জীবিত ছিলো তার আত্মা এখন আর নেই। শুধু পড়ে আছে নিথর দেহটা। মৃত্যু যেন কত সহজ। কষ্ট হচ্ছিলো খুব! রোগীলেপন সংস্কার দিতে পারলাম না। একটু পর মৃত ব্যক্তির দেহটা বের করা হলো। উঠানো হলো সিএনজিতে। মনে হচ্ছিলো যেন ঘুমিয়ে আছে। কত অসহায়। একটু পূর্বে যে ছিল জীবন্ত; এখন মৃত। অন্যের সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারছে না। শেষ হয়েছে জীবনের সমস্ত লেনদেন।

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি প্রাণীর মৃত্যু হয়। তবে মানুষের মতো অন্যান্য প্রাণী মৃত্যুকে নিয়ে এতো বিচলিত নয়। প্রত্যেক প্রাণীই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। তবে মানুষ এর বিপরীত। মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় নয়তো মৃত্যুকে তেমন কোন গ্রাহ্যই করে না। মানুষ প্রতিনিয়তই মৃত্যুকে এড়ানো বা বিলম্বিত করার জন্যে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। মানুষ মরতে চায় না কিন্তু মৃত্যু ঠিকই মানুষকে আপন করে চায়। তাই মানুষের মনে রাখা দরকার যে, মানুষ জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুকে বরণের জন্যে। জন্মের সাথে সাথেই মৃত্যু এসে দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে। তাই মৃত্যু কোন ভয়ের বিষয় নয়। বরং মৃত্যুকে ভালবাসতে হয় মন প্রাণ দিয়ে। জন্মে মানুষ যেরকম আনন্দ করে মৃত্যুতে সে রকম আনন্দ নয় বরং মৃত্যু একটা নিশ্চিত আশা জাগিয়ে তুলে যে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে অনন্ত জীবন-যাপন করতে পারবো। জন্ম যেমন সৌন্দর্যের তেমনি মৃত্যুরও গভীর সৌন্দর্য রয়েছে। মৃত্যু জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত কারণ বার্ধক্যের জীবন জরাজীর্ণতা আর এই বার্ধক্যে কেউ থাকতে চায় না। আবার চাইলেও শিশু অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভবপর নয়। তাই জরাজীর্ণতাকে অতিক্রম করে মহাজীবনে প্রবেশের দরজা হচ্ছে মৃত্যু।

পৃথিবীতে চিন্তাশীল-যুক্তিবাদীর আগমন হয়েছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু মৃত্যুর ক্ষেত্রে কোন প্রকার যুক্তি খাঁটে না। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে মৃত্যু যেন খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়। টেলিভিশন ও খবরের কাগজ খুললে অসংখ্য মৃত্যুর খবর দেখা যাচ্ছে। প্রতিদিনের মৃত্যু সংবাদ আমাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে দিচ্ছে পাল্টে। অনেকের কাছে মৃত্যু সংবাদ আর ভালো লাগে না। তবু করোনা পরিস্থিতিতে মৃত্যুর মিছিল দিনে-দিনে বাড়ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে পৃথিবীর প্রত্যেকজনই মৃত্যুকে হাতে নিয়ে চলাফেরা করছে। এ যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর অভিজ্ঞতা। এরপরও আমরা প্রতিদিন মরি। দৈহিকভাবে মৃত্যুর পাশাপাশি আত্মিকভাবেও। বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে রাখী বাঁধার মধ্যদিয়ে আত্মিক ও বাহ্যিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। আবার রাখীবন্ধনের সাথে ভালবাসা জড়িত। তদ্রুপ মানুষের জীবনের সাথে মৃত্যুও যেন আমাদের ভালবাসার রাখীবন্ধনের মতো। চাইলেও কোনভাবে তা ত্যাগ করা সম্ভব নয়। বরং রাখীবন্ধনের মতো মৃত্যু আরো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। মৃত্যু যেহেতু সত্য-সুন্দর তাই মৃত্যুকে ভালবাসার রাখীবন্ধনই বলতে ইচ্ছে হয়॥

মৃত্যুর সুবাস ছড়িয়ে পড়ে

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি

কে মরতে চায়! মৃত্যু মানুষের জীবনে ধ্রুব সত্য। আমরা সকলে জানি যে, আমরা একদিন মারা যাবো, তবুও আমরা কেউই মরতে চাই না। কবি-সাহিত্যিকগণ মৃত্যুর বিষয়ে অনেক ধ্যান করেছেন, লেখা-লেখি করেছেন। একজন কবি লিখেছেন, "মরিতে চাহি না আমি, এ সুন্দর ভুবনে"। কিন্তু মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়া কারও পক্ষে কি সম্ভব? খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমরা প্রতি বছর ২ নভেম্বর আমাদের প্রিয়জনদের কবরের পাশে মিলিত হই তাদের জন্য প্রার্থনা করি। তাদের সাথে আমাদের পুরনো স্মৃতিগুলো রমন্থন করে কখনও আপ্লুত হই, আবার কখনও ডুকরে কাঁদি। তবুও নিরেট সত্য হল, তারা আমাদের কাছে আর ফিরে আসেন না। তাই আমরাও প্রার্থনা করে যাই যেন তারা স্বর্গীয় পিতার রাজ্যে বাস করতে পারেন।

একটি নিরেট বাস্তবতা হল, মৃত্যুর বিষয়ে সাধারণত মধ্য বয়সী ও প্রবীণেরাই বেশি চিন্তা-ভাবনা করে। কিন্তু কম বয়সী ও যুবক-যুবতীরা সাধারণত মৃত্যুর বিষয়ে তেমন কোন চিন্তা করে না। কারণ তারা মনে করে যে, তাদের মৃত্যু অনেক দেরী আছে। কিন্তু কার মৃত্যু কখন হবে তা কি কেউ বলতে পারে? কম্পিউটার কিংবা মোবাইলে যারা ভিডিও গেমস যারা খেলে, তারা ৩টি বা ৪টি কিংবা আরও বেশি লাইফ পায়। অর্থাৎ তারা খেলতে গিয়ে মারা গেলেও আরও কয়েকবার জীবিত হয়ে ওঠে। বাস্তবতা হল আমাদের বাস্তব জীবন কিন্তু সেরকম নয়। আমাদের লাইফ বা জীবন একটাই। আর আমরা একবারই মারা যাই। তাই মৃত্যুর বিষয়ে আমরা কি কি করতে পারি না? **এক.** মৃত্যুকে আমরা এড়িয়ে যেতে বা পাশ কাটিয়ে যেতে পারি না; **দুই.** মরতে না চেয়ে আমরা জীবনকে ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো নবায়ন বা রিনিউ করতে পারি না; **তিন.** মৃত্যুকে আমরা কিনে নিয়ে বাক্সের মধ্যে বন্দী করে রাখতে পারি না। আমরা রূপকথার অনেক গল্পে শুনেছি যে, দৈত্যের প্রাণ পুকুরের নিচে একটি কৌটার মধ্যে থাকে। যতক্ষণ না সেই কৌটা খুলে প্রাণটি মেরে ফেলা হয়, ততোক্ষণ কেউ দৈত্যটিকে মেরে ফেলতে পারে না। বাস্তবে মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটি নয়। আমরা আমাদের প্রাণ কোন কৌটার মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারি না। এখন দেখি মৃত্যুর বিষয়ে আমরা কি কি করতে পারি-**এক.** মৃত্যুকে আমরা জীবনের স্বাভাবিক একটি ঘটনা হিসেবে দেখতে পারি; **দুই.** মৃত্যুকে আমরা জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু হিসেবে গ্রহণ নিতে পারি; **তিন.** সবচেয়ে সঠিক যে কাজটি করতে পারি তা হল- মৃত্যুর জন্য আমরা সব সময় প্রস্তুত থাকতে পারি।

সাধারণভাবে, মানুষ এই জগৎ সংসারে অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চায়, নিজেকে সুন্দর রাখতে, ভাল রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। আসলে মানুষ হিসেবে আমরা আরাম-আয়েশে, ভোগ-বিলাসে জীবন-যাপন করতে চাই। এ কারণে পরকালের কথা অনেক সময় ভুলে যাই। কিন্তু জগতের সাধারণ নিয়ম অমান্য করা আমাদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়; তা না হলে এ জগতে যারা কোটিপতি তারা অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করতো, তারা তাদের টাকা দিয়ে জমি কেনার মতোই আয়ু কিনে ফেলতো। কিন্তু তা কি সম্ভব? কখনই নয়। মৃত্যু ধনী, গরীব, মধ্যবিত্ত সকলের জন্যই সমান। তাই সময়ের স্রোতে আমাদের একদিন একাই পাড়ি জমাতে হবে অনন্তলোকে; আমাদের সঙ্গে যাবে না আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সারাজীবনে জমানো আমাদের সমস্ত ধন-সম্পদ কিংবা অন্য কোন কিছু। এই সুন্দর পৃথিবী তখন আমাদের খালি হাতেই বিদায় জানাবে। বিখ্যাত পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসন ১৫০ বছর বাঁচতে চেয়েছিলেন। এ কারণে নিজের সুরক্ষার জন্য কারো সাথে করমর্দন কিংবা সাক্ষাৎ করতে গিয়ে রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কায় তিনি সব সময় হাতে গ্লাভস পরে থাকতেন, মুখে পরতেন মাস্ক। নিজের দেখাশোনা করার জন্য তার বাড়িতে ১২জন ডাক্তার নিযুক্ত ছিল; যারা তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব কিছু পরীক্ষা করতেন এবং তার খাবারও পরীক্ষা করে তাকে খাওয়াতেন। প্রতিদিন ব্যায়াম করানোর জন্য ১৫জন লোক নিযুক্ত ছিল। ঘুমাতেন অক্সিজেনযুক্ত বিছানায়। নিজের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হলে যাতে সেগুলো সহজেই পাওয়া যায়, সেজন্য তিনি লোক ঠিক করে রেখেছিলেন; এদের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করতেন। কিন্তু এতো চেষ্টা করেও তিনি মৃত্যুর কাছে হেরে গিয়েছিলেন, তাও মাত্র ৫০ বছর বয়সে। নিজের ১২জন ডাক্তার, লস এঞ্জেলস ও ক্যালিফোর্নিয়ার সমস্ত ডাক্তার একত্রে চেষ্টা করেও পারেননি তাকে বাঁচাতে। মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি চ্যালেঞ্জের কাছেই হেরে গিয়েছিলেন। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শিখিয়ে গেল, মৃত্যু একটি নিরেট বাস্তবতা; শত নিরাপত্তা, বিশ্বসেরা চিকিৎসাও আমাদেরকে চিরঞ্জীব করে রাখতে পারবে না। তাই মৃত্যু আমাদেরকে জানিয়ে দেয়, কিসের এতো অহংকার? কিসের এতো গর্ব আমাদের?

মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। মানুষ কত কিছুর জন্য কত ছুটোছুটি করে, কতো কিছু সঞ্চয় করে রাখতে চায়, কতো কিছু পেতে গিয়ে ঘুম হারাম করে। মোটকথা, প্রভাব, প্রতিপত্তি, সম্মান, সুনাম, জৌলুস, আভিজাত্য প্রভৃতির জন্য মানুষের বিরামহীন আদিখ্যেতা কে না দেখেছে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যু আমাদের কি শেখায়? বস্তুত জীবনের নানা ঘটনাতেই কিছু-কিছু সত্য আমরা মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করি। **এক.** দামি এবং অনেক সুবিধা সম্পন্ন একটি মোবাইল ফোনের ৭০% অব্যবহৃতই থেকে যায়; **দুই.** একটি

মূল্যবান এবং দ্রুতগতির গাড়ীর ৭০% গতির কোনো দরকারই হয় না; **তিন.** প্রাসাদতুল্য মহামূল্যবান অট্টালিকার ৭০% অংশে কেউ বসবাস করে না। **চার.** কারো-কারো আলমারির কাপড়-চোপড়ের বেশিরভাগ কোনদিনই পড়া হয়ে ওঠে না। **পাঁচ.** সারাজীবনের পরিশ্রমলব্ধ অর্থের ৭০% আসলে অপরের জন্যই। সারাজীবনের জমানো অর্থ যাদের জন্য রেখে যাওয়া হয়, তারা এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, বছরে একবারও হয়তো কবরে যেয়ে প্রার্থনা করার সময় তাদের হয় না।

সাধারণভাবে, যে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর সকলে সেই ব্যক্তির ভাল দিকগুলোই স্মরণ করে থাকে। তার ভাল দিকগুলো আমাদের সামনে জলজ্যান্ত হয়ে ধরা দেয়। তার চলে যাওয়ার অভাব আমরা তিলে-তিলে অনুভব করি, তার জন্য আফসোস করি। তখন আর দোষ ত্রুটিগুলো আমাদের মনে থাকে না। অবশ্য খুব পাজী ধরণের কেউ হলে অন্য কথা। মূলত, প্রতিটি মৃত্যুও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা বায়ুর ফুৎকার মাত্র, ক্ষণস্থায়ী আমাদের জীবন; আর তাই আমরাও একদিন চলে যাব। সুতরাং প্রতিটি মৃত্যু আমাদের জাগিয়ে তোলে, সচেতন করে। যিশুর মৃত্যু না হলে আমরা কি পুনরুত্থানের মহিমা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম? অনন্ত জীবনের কথা এতোটা নিরেটভাবে বুঝতে সক্ষম হতাম? খ্রিস্টমণ্ডলীর কি জন্ম হতো? কাজেই, মৃত্যুর ফলশ্রুতি কেবল একজন মানুষের চলে যাওয়া নয়। কোন কোন মানুষের মৃত্যু অনেক মানুষকে এক করেছে; পরিবারে, দেশে ও বিশ্বে কোন কোন মানুষের মৃত্যু সকলকে একবিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়েছে। কলকাতার সাধ্বী তেরেজা যাকে আমরা মাদার তেরেজা বলে ডাকি, তিনি যখন মারা গেলেন তখন সারা পৃথিবী তাঁর জন্য জল ফেলেছিল। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই মাদারের আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছিল। যেদিন তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়েছিল, সেদিন সেখানে অনেক অখ্রিস্টান রাষ্ট্রপ্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। তারাও সেই প্রার্থনায় অংশ নিয়েছিলেন। সেদিন ধর্মীয় পরিচয় মূখ্য ছিল না, মূখ্য ছিল একজন মহান ব্যক্তির মৃত্যু। কাজেই, সেই মৃত্যু সকলকে এক কাতারে দাঁড় করিয়েছিল, ধর্ম-বর্ণের সীমানা প্রাচীর ভেঙে দিয়েছিল। অনেক পরিবারেও দেখা গেছে, ভাই-বোনদের মধ্যে মিল ছিল না। কিন্তু সেই বাড়ির বাবা-মা কিংবা কোন ভাই বা বোনের মৃত্যু সকলের পুনর্মিলন ঘটিয়েছে, দীর্ঘদিনের জমে থাকা তিক্ততা মুছে গেছে নিমেষে।

আভিলার সাধ্বী তেরেজা ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্তকাল বাস করতে চেয়ে বলেছিলেন, "আমি ঈশ্বরকে দেখতে চাই। তাঁকে দেখার জন্য আমাকে মরতেই হবে।" আসলে, মৃত্যু হলো জাগতিক জীবনে ঈশ্বরের দয়ার শেষ বা সমাপ্তি। এর মধ্যদিয়েই শুরু হয় আমাদের অনন্তকালীন যাত্রা, ঈশ্বরের অনুগ্রহে চিরকাল বসবাসের যাত্রা। তাই লাজারের বোন মার্থার মতো আমাদেরও বিশ্বাস রাখতে হয়। যিশু যেমন মার্থাকে বলেছিলেন, "বিশ্বাস রাখ, ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে"। কাজেই, আমরাও ঈশ্বরের মহিমা দেখতে চাই, তাঁর অনুগ্রহে চিরকাল বাস করতে চাই। মৃত্যুই আমাদেরকে সেই অনুগ্রহের আবাসে নিয়ে যায়। সুতরাং, মৃত্যু কেবল জাগতিক জীবনের সমাপ্তি নয়, প্রতিটি মৃত্যু পোড়া ধূপের মতোই সুবাসিত, তা সুবাস ছড়িয়ে দেয়॥ ৺

2nd Death Anniversary

Late Dominic Rozario
Birth: 19 November 1945
Death: 1 November 2018

Dear grandpa,

It is surprising how time passes by. It has been two long years, since you have departed from this earth, yet it seems like that it was just yesterday. You were such a pure-hearted person and never failed to make us smile. We still cherish all the joyful moments we all spent together. You will forever be in our hearts and mind. May your soul rest in eternal peace.

- Jojon, Jion and Andrea.

বিপ/২০০/২০

স্বাস্থ্য ডিরেক্টরিতে নাম পাঠানোর আবেদন

এপিসকপাল হেলথ কমিশন, সিবিসিবি, বাংলাদেশের খ্রিস্টান ডাক্তার ও নার্সদের জন্য একটি স্বাস্থ্য ডিরেক্টরি তৈরি করতে যাচ্ছে। আপনি একজন গর্বিত এবং খ্রিস্টের সেবক/সেবিকা হিসেবে আপনার নাম, মোবাইল নম্বর, কর্মস্থলের নাম (যদি একই প্রতিষ্ঠানে অনেকজন কাজ করেন তাহলে একসাথে) আগামী ৩১ অক্টোবরের ২০২০ এর মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মোবাইল বা ই-মেইলে পাঠানোর জন্য বিশেষ অনুরোধ করছি।

১. ডা: এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও, সেল: ০১৭৩০০৮২২৪১
dredwardprozario@gmail.com

২. আগ্নেস হালদার, প্রেসিডেন্ট, নার্সেস গিল্ড
সেল: ০১৬৮৭৩৪৭৮৭৯, agneshalder457@gmail.com

৩. ফাদার বাবলু সরকার, পরিচালক, ফাতেমা হাসপাতাল
সেল: ০১৭১৫০৩১৪৭০, frbablukd@gmail.com

৪. লিলি এ. গমেজ, সেক্রেটারী, হেলথ কমিশন
সেল: ০১৭৩০০৮২২৪০, lilypmchnfp@gmail.com

বিপ/১৯৯/২০

আলোকবর্তিকা

সিস্টার তাপসী গমেজ সিএসসি

চোখ মেলে তাকালেই দেখা যায় অনেক ফুলের মেলা কিন্তু সব ফুলের সুবাস সবাইকে মাতোয়ারা করে না, কান পাতলেই শোনা যায় নানা পাখির কলকাকলি, কিন্তু সব ফুলের সুবাস সবাইকে মোহিত করে না, সব পাখির ডাক করে না বিমোহিত। কিছু সুবাস বা ডাক থাকে বিশেষ এবং মনের মধ্যে থাকে ভাস্বর। ঠিক তেমনি একজন মানুষ যিনি শুধু আমারই শ্রদ্ধাভাজন নয় তিনি আমাদের মণ্ডলীর মহাসম্পদ এবং আমার মতো অনেকেরই শ্রদ্ধাভাজন। এই শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি হলেন শ্রদ্ধেয় ব্রাদার হ্যারোল্ড বিজয় রড্রিক্স সিএসসি তার ধ্যানময় ও কর্মময় জীবনের ব্যাপ্তি এত বেশি যে আমার এই ছোট্ট লেখায় তার পরিপূর্ণ প্রকাশ অসম্ভব। তবুও হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদনে আমার ছোট্ট প্রয়াস। যাকে দেখেছি সাধারণের মধ্যে এক আসাধারণ আলোক দ্রুতি হিসেবে। জ্ঞানে, আধ্যাত্মিকতায়, কথায়, আচরণে, শোনায়, বোঝায় তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ। ব্রাদারকে নিয়ে আমার যে কোন লেখাই হোক না কেন তা কখনো পূর্ণভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাই বুঝতে বাকী নেই যে, তিনি অনেক উর্ধ্বের মানুষ।

আমরা অনেকেই হয়তো অবগত আছি যে, বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল সন্ন্যাসব্রতী সংঘ নিয়ে গঠিত 'বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনী' যাকে আমরা ইংরেজীতে বলি 'Bangladesh Conference of Religious' (BCR)। বাংলাদেশে এই বিসিআর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ (৪ অক্টোবর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ তৎকালীন ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ এডোয়ার্ড ক্যাসিডি তার কার্যালয়ে বাংলাদেশে অবস্থিত সন্ন্যাসব্রতী সংঘের প্রধান পরিচালকদের সভায় আহ্বান করলেও বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনী পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮ তারিখে: সংগৃহিত হয়েছে বাংলাদেশ সন্ন্যসব্রতী সংঘ সম্মিলনীর রজত জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা হতে যার লেখক প্রয়াত ব্রাদার বিজয় রড্রিক্স, সিএসসি)। মণ্ডলীর সেবাকাজ আরো সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশে বাংলাদেশে অবস্থানরত সন্ন্যাসব্রতীদের গঠন মানসম্মত ও চলমান রাখার লক্ষে বিসিআর-এর নিজস্ব আবাসস্থল রাখার উদ্দেশে বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনীর তৎকালীন পরিচালকগণের সুপরিকল্পনার প্রয়াস এই বিসিআর সেন্টার। বিসিআর-এর নিজস্ব ভূমি ও আবাসস্থল হলো ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে অবস্থানরত রাজাশন গ্রামে। বিসিআর-এর রজত জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে জানা যায় যে, এই জায়গাটি কেনা হয়েছিল ১৯৮৭-১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে। আমার জানা মতে, এই ভবনটি নির্মাণকালে বিসিআর-এর সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় ব্রাদার বিজয়। যেহেতু ব্রাদার ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার তাই ভবনটির পরিকল্পনা ও এর নির্মাণ কাজ তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করেছেন। ভবনটি নির্মাণকালে বহুবিধ ঝামেলা যে ছিল না তা কিন্তু নয়! তবুও তিনি তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দক্ষতা, যোগ্যতা, অত্যন্ত মনোযোগ ও আন্তরিকতা নিয়ে সতর্কতার সাথে সফলভাবে এই কাজটি সমাপ্ত করেছেন। এই আবাসস্থলটি নির্মাণ তো করেছেনই উপরন্তু এই আবাসস্থলের সকল আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয়াদির তদারকিও তিনি নিজে করেছেন। ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষে এই নিবাসটির নাম দেয়া হলো: 'অধ্যাত্ম সাধনালয়'। সেই সময়কালে যারা 'বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনী' পরিচালনায় ও ব্রাদারের সাথে জড়িত ছিলেন তারা এ বিষয়ে আরো বেশি করেই অবগত আছেন। এটাও বলা যায় যে, এই বাড়ির সাথে শ্রদ্ধেয় ব্রাদার বিজয়ের রয়েছে এক সুগভীর জোরালো বন্ধন। সন্ন্যাসব্রতীদের এই বাড়িতে বহু সন্ন্যাসব্রতীদের পদচারণা পড়েছে বিভিন্ন সেমিনার ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে আবার কেউ বা এসেছেন এই বাড়িতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের উদ্দেশে। সেই সুবাদে আমার সৌভাগ্য হয়েছে এই বাড়ির পরিচালক হিসেবে ডিসেম্বর ১৯৯৯- ডিসেম্বর ২০০১ খ্রিস্টাব্দে এই বাড়িতেই অবস্থান করতে এবং ডিসেম্বর ২০০১-এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত বিসিআর-এর সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করতে। অভিজ্ঞতার এই চার বছরে জড়িয়ে আছে নানাবিধ স্মৃতি। আমি দেখেছি, ব্রাদার বিজয় এই অধ্যাত্ম সাধনালয়ে বড়দিন, ইস্টার ও ঈদ-পূঁজার ছুটির সময়গুলোতে থাকতেন ও নানাবিধ পড়াশুনা, লেখালেখি ও পরিকল্পনা করতেন। আজ এই ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে ভাবছি এখন থেকে এই অধ্যাত্ম সাধনালয়ে আর কখনো এই মহামানবের পদচিহ্ন পড়বে না এই ভেবেই যেন বাড়িটি এক নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে!

শ্রদ্ধাভাজন ব্রাদার বিজয়কে কাছ থেকে আমার দেখা ২৫ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ (দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে আমাকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিসিআর-এর বাৎসরিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে) এই অধ্যাত্ম সাধনালয়, সাভার থেকেই। আমরা উভয়ই যেহেতু পবিত্র ক্রুশ সংঘের সদস্য তাই তার সাথে পূর্বে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে, তবে সেই দেখা আর এই দেখার মধ্যে পার্থক্য অনেক। এই দেখাতে তার প্রতি আমার মনের গভীরে শ্রদ্ধা জেগেছে। যদিও ব্রাদার সেই সময়ের সভাপতি ছিলেন না, তবুও দেখেছি তিনি বিসিআর-এর প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে একান্তভাবে চেষ্টা করতেন এবং সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনীর প্রতি তার এক গভীর মমত্ববোধ, অগাধ প্রচেষ্টা ও অদম্য ভালবাসা। এই সময়কালে অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি হয়েছে যে, আমি এক অসাধারণ ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসেছি। যার অন্তর জুড়েই ছিল বাংলাদেশে অবস্থানরত সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনীর মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি সন্ন্যাসবতী হবেন আলোকিত মানুষ এবং তাদের আলো ছড়িয়ে দিবেন প্রতিদিনের প্রৈরিতিক কাজের মধ্যে বাংলাদেশ মণ্ডলীর কোণায়-কোণায়। এই সেবায় মণ্ডলী হয়ে থাকবে প্রৈরিতিক কাজে বলিয়ান, প্রাণবন্ত, সৃজনশীল ও খ্রিস্টময়।

ব্রাদার বিজয়ের সাথে বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনীকে নিয়ে আমি যতই ভাবছি ততই অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনী বাংলাদেশে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১ ডিসেম্বর ১৯৭৮ তারিখে। আর এই নমস্য ব্যক্তিটি পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রথম ব্রত গ্রহণ করেছেন ২০ জানুয়ারী ১৯৭৮খ্রিস্টাব্দে। বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়েছে গত ২৭ নভেম্বর ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে এবং একই বছরে ব্রাদার বিজয়ও তার ব্রতীয় জীবনের রজত জয়ন্তী উৎসব উদযাপন করেছেন। কি এক গভীর মিল! এই সংযোগটি আমার বিশ্বাসের দৃষ্টিতে বাংলদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ

সম্মিলনীর জন্যে ও মণ্ডলীতে নিসন্দেহে একটি বিশেষ আর্শিবাদ!

আমার দৃষ্টিতে ব্রাদার বিজয় সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনীর এক অমূল্য আশির্বাদতো বটেই সাথে প্রাণ বললেও বেশি বলা হয়ে যাবে না। আমি দেখেছি বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনীকে নিয়ে তার স্বপ্ন ও এর বাস্তবায়ন। যেখানে সকল সংঘ প্রধানদের ব্যস্ততা নিজ-নিজ সংঘের উন্নয়ন নিয়ে, সেখানে ব্রাদারের সকল প্রচেষ্টা বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনী-এর জন্যে, কিভাবে এই বিসিআর আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে ও মণ্ডলীর উৎকর্ষ সাধনে অবদান রাখতে পারবে এই পরিকল্পনায়। বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনী হয়ে তিনিই Vita Consecrata, Rejoice (পোপের প্রকাশিত) পত্রাবলী ইত্যাদি অত্যন্ত পরিমার্জিতভাবে অনুবাদ করেছেন। আজ মণ্ডলীতে যে প্রাণবন্ততা এসেছে তা অন্যান্যদের মতো অনেকটা ব্রাদার বিজয়ের অবদানে হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনীর ইতোমধ্যে, রজত জয়ন্তী (২৫ বছর) উদ্‌যাপিত হয়েছে গত ২৭ নভেম্বর ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে সিবিসিবি সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এবং গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ রুবি জুবিলী (৪০ বছর) উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে অধ্যাত্ম সাধনালয়, রাজাশন, সাভার। ব্রাদার বিজয়ই উভয় দিবসটি পালনের উদ্যেক্তা ছিলেন। তারই নির্দেশনায় উদ্‌যাপিত হয়েছে উভয় উৎসবের। অনেকেই এই উৎসবগুলোতে উপস্থিত থেকে ব্রতীয় জীবনের মাধুর্য উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছেন। উভয় সময়ের এই উৎসবগুলো বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনীর জন্যে এনেছে পারস্পরিক আন্তরিকতা, অনেক আনন্দ, উৎসাহ ও প্রেরণা। এই উৎসবগুলো উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য ছিল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন যাদের অবদানে আজ মণ্ডলীতে স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনী। একই সাথে নতুন প্রজন্মের জন্যে দিক নির্দেশনা। আজ যখন বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনীর অবস্থান নিয়ে আমার ব্যক্তিগত জীবনে ব্রাদারের অনুপ্রেরণার বিষয়টি নিয়ে ভাবছি তখন মনে হচ্ছে যে, ইতোমধ্যে যদিও বাংলাদেশে যে কয়েকটি দেশীয় সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সবকটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিদেশী মিশনারীদের কর্তৃক। যদি ব্রাদার বিজয় আরো সেবাদানের সুযোগ পেতেন তাহলে তিনি হয়তো এই গঠন ও প্রেরণা দিতেন যেন বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনী থেকে এক বা একাধিক ব্রতধারী অনুপ্রাণিত হয়ে ঐশ করুণার উপর সাহস ও ভরসা নিয়ে দেশীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সেবাদান ও প্রাবক্তিক ভূমিকা রাখার উদ্দেশে নতুন একটি দেশীয় সংঘ প্রতিষ্ঠা করবেন। যা হবে সম্পূর্ণ দেশীয় ব্রতধারী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি দেশীয় সংঘ। যার ক্যারিজম হবে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রয়োজন সেবাদানের অগ্রাধিকার অনুযায়ী।

বাংলাদেশ সন্ন্যাসব্রতী সংঘ সম্মিলনীর আবাসগৃহ অধ্যাত্ম সাধনালয়ে ব্রাদার বিজয়ের পদচারণা পরতে দেখেছি অনেকবার। ব্রাদারের সাথে বাংলাদেশে সন্ন্যাসব্রতী সংঘগুলোর প্রতিষ্ঠাতাদের সেবাদানের স্বপ্ন, ক্যারিজম, পালকীয় কাজে অবস্থান ইত্যাদি এবং ব্রতীয় জীবনের সৌন্দর্যবর্ধনের আলাপ-আলোচনা করেছি যতবার ততবারই আমি আমার সংঘ প্রতিষ্ঠাতার প্রতি উৎসাহ ও শ্রদ্ধাশীল হতে এবং ব্রতীয় জীবনের প্রতি আরো বেশি করে যত্নশীল হতে সচেতন ও উৎসাহী হয়েছি। তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তিনি আমার ব্রতীয় জীবনে এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব। তাকে আমি দেখেছি একজন আদর্শবান ব্রতধারী, যিনি তার নিজ ব্রতীয় জীবনের প্রতি যত্নশীল তো ছিলেনই পাশাপাশি কিভাবে অন্যের জীবনে ব্রত পালনে যত্নশীল থাকতে হয় তা তিনি তার নিজ জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন তবে তার কথার উর্ধ্বে ছিল তার বাস্তব জীবন। তিনি যা পালন করতেন তা-ই তার বক্তব্যে উল্লেখ করতেন। তাই হয়তো তিনি অনেকের জীবনে এক গভীর পদচিহ্ন রেখে গেলেন। বর্তমান সময়ে এমন কোন ব্রতধারী হয়তো পাওয়া যাবে না যার জীবনে ব্রাদারের কোন অবদান নেই এবং ব্রাদারের বিয়োগ ব্যাথায় ফেলেনি একটি দীর্ঘশ্বাস!

পরিশেষে, আমি বিসিআর-এর রজত জয়ন্তী ও রুবী জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় উল্লিখিত, শ্রদ্ধেয় ব্রাদার বিজয়ের লিখিত ইতিহাসের উপসংহারের শেষ বাক্যটি দিয়ে আমার এই লেখার ইতি টানতে চাই, "আমরা সকল সন্ন্যাসব্রতীরাই আমাদের প্রিয় এই সম্মিলনীটি সম্পর্কে আরো যত্নশীল থাকব এবং নিজ-নিজ অবস্থানে থেকে এর উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট থাকব, এই আমার ঐকান্তিক কামনা"। আসুন আমরা এই নমস্য ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমাদের বিসিআর-এর মধ্যদিয়ে মণ্ডলীতে ও বাংলাদেশে খ্রিস্টসাক্ষ্য বহনে আরো বেশি যত্নশীল ও সৃজনশীল হয়ে ওঠি। ব্রাদার বিজয় স্বর্গ থেকে আমাদের আশিস দান করুন আমরা যেন আমাদের ব্রতীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধনে হয়ে উঠি সদা তৎপর ও আলেকিত মানুষ। পিতা পরমেশ্বর শ্রদ্ধেয় ব্রাদার বিজয়কে চিরশান্তি দান করুন!

তুমি যবে নীরবে হৃদয়ে মম

এডুয়ার্ড রোজারিও
জন্ম: ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৯ মার্চ ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: ছাইতান, পো:অ: নাগরী
উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

"আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন
যে কেউ আমাতে বিশ্বাস করে,
সে মরলেও পরজীবন ফিরে পাবে। (যোহন ১১:২৫)"

সময়ের আবর্তনে দেখতে-দেখতে ২৩টি বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পিতার স্নেহাশ্রমে পরম দেশে চলে গেছ। তোমার শূন্যতা ও অভাব আমরা আজও অনুভব করি। বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি তুমি পরম পিতার কাছে স্বর্গে আছ। স্বর্গ থেকে প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর যেন তোমার আদর্শকে লালন করে চলতে পারি এবং জীবন শেষে আমরা যেন তোমার সাথে পরম করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনায়

স্ত্রী : সুমতি রোজারিও
মেয়েরা : অমৃতা রোজারিও এবং শিল্পী রোজারিও
পুত্র-পুত্রবধূ : আশীষ রোজারিও এবং লাভলী রোজারিও
বাবু ক্রাশিল এবং রিয়া রোজারিও
নাতনীরা : আরিয়ানা এবং অ্যাবিগেল রোজারিও
ফার্মগেট, ঢাকা

বিপ্র/২০০/২০

মৃত্যু অনন্তরাজ্যের প্রবেশ দ্বার

ফাদার প্রশান্ত এল গমেজ

সংসারের মায়া ছেড়ে আজিকে গেল যে জন, দাও প্রভু, দাও তারে অনন্ত জীবন। *(গীতাবলী ১১৫৫)* জন্মিলে মরিতে হবে এই সত্যবাক্য যেমন চিরন্তন তেমনি বাস্তব। মৃত্যুকে খণ্ডন করা যায় না। এটি অবধারিত ও নিশ্চিত। গোটা নভেম্বর মাস আমরা মৃতদের আত্মার চিরশান্তি কামনায় এবং তাদের পাপ মোচনে আত্মিক কল্যাণের নিমিত্তে প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ, রোজারিমালা, গান, পবিত্র শাস্ত্রবাণী পাঠ, কবরস্থানে মোমবাতি প্রজ্বলন, আগরবাতি, পুষ্পাদি, ফুলের তোড়া সাজিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে থাকি। মৃতদের স্মরণানুষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে আমরা ঈশ্বরের সমীপে কাতর মিনতি প্রার্থনা জানিয়ে থাকি যেন মৃতব্যক্তি ঈশ্বরের দয়া করুণা এবং ভালোবাসা লাভ করে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। মণ্ডলীর নির্দেশ অনুযায়ী একজন যাজক মৃতলোকের পর্বে তিনটি উদ্দেশ্য রাখতে পারেন। প্রথম খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন সকল পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করে। *দ্বিতীয়ত:* পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের জন্য প্রার্থনা জানান। *তৃতীয়ত:* যাজক নিজস্ব উদ্দেশ্য রাখেন যার জন্য তিনি তার পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে পারেন।

মৃত্যুটা ভয়াবহতা ও হৃদয়বিদারক হতে পারে। কারণ মেনে নেওয়াটা কঠিক মনে হলেও তা সত্য। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে ডাকেন, মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তার কাছে স্বর্গধামে পৌঁছতে। আমরা বিশ্বাসীবর্গ পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি। যিশু মৃত্যুবরণ করেছেন আর পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার খুলে দিয়েছেন। অনন্ত জীবন বা শ্বাশত জীবন চিরস্থায়ী আবাস, যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গ-সুখ লাভ করা যায়। এই অনন্ত সুখময় জীবনে নেই কোন গ্লানি, অশ্রু বিসর্জন, বিষন্নতা, শোকাচ্ছন্নতা। কারণ ঈশ্বর আমাদের সমস্ত পাপ গ্লানি মুছে দেন এবং পরম দয়া, করুণা ভালবাসা প্রকাশ করেন। পাপমুক্তি ও সিদ্ধি লাভ করে পরলোকগত ভাইবোনেরা ঈশ্বরের নিকট তার মহিমাময় জীবন রাজ্যে পদার্পণ করেন। বাস্তবতার দৃষ্টিতে আমরা সকল মানুষ মর্তে আগমন করি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য। এই মরজগতে, জড়ময় প্রবাসীভক্ত আমরা ক্ষণস্থায়ী আবাস গড়ে তুলি আর সময়মত ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকে ডাকেন আর তখন সমস্ত পার্থিব ধন-সম্পদ, মায়া-মোহ ছেড়ে চলে যেতে হয়। তবে আমরা বিশ্বাসীবর্গ পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। এ বিশ্বাসে আশ্বস্ত যে, পুনরুত্থানের পর চিরস্থায়ী আবাস ঈশ্বরের ঐক্যরাজ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবো একদিন। আমরা মর্তবাসী বিশ্বাসীবর্গ আমরা স্বর্গসুখের সন্ধানী ও প্রত্যাশী। আমরা পরকালে বিশ্বাসী। এই পৃথিবীতে আমরা মাত্র ক্ষণিকের সুখভোগ করে থাকি যা প্রকৃত আনন্দ দিতে পারে না, বরং ঈশ্বরকে লাভ করার মধ্যদিয়ে পরম সুখ ও আনন্দ লাভ করা সম্ভব। আসলে মৃত্যুটা করুণ ও কষ্টদায়ক হলেও তা সত্য ও নিশ্চিত। মৃত্যুটা অনন্তধামের দ্বার মাত্র। তাই আমরা যেন স্মরণ করি এই পরলোকগত ভাইবোনদের। কারণ তারা সকলেই আমাদের আপনজন, আমাদেরই একজন। পরলোকগত ভাইবোনেরা এবং আমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলের চিরশান্তি কামনা করি পিতার কাছে। তারা সকলে যেন ঈশ্বরের পরম দয়া ও ক্ষমা লাভ করে আত্মশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরের পরম রাজ্যে পৌঁছতে পারেন।

আত্মার মুক্তি চিরশন্তি লাভ করাই আমাদের কাম্য। পাপমোচন ও দয়া এবং করুণা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে। সমস্ত বিশ্বময় পাপে নিমজ্জিত মানুষ আমরা। ভোগবিলাস, মন্দতায়, পাপে পরিপূর্ণ মানুষ আমরা পরকাল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি না। তাই কখন প্রভুর ডাক আসে তা কে জানে। আজ পরলোকগতভক্তগণ আমাদের কাছে মিনতি ও আবেদন জানাচ্ছেন যেন তাদের আত্মা তুষ্টি লাভ করে। তারা আমাদের কাছে প্রার্থনা চায়। শুধু তাই নয়, আমরা মর্তবাসী বিশ্বাসীবর্গ কিভাবে নিজেদের আত্মার যত্ন নিতে পারি যেন পবিত্রতার শুভ্রবসনে পিতার পরম রাজ্যে পৌঁছতে পারি। পবিত্র মৃত্যুবরণ করতে পারি। মৃত্যু আমাদের হাতের মুঠোতে রয়েছে। তাই সদা জাগ্রত ও সতর্ক থাকা যেন এই মরজগতে থাকাকালীন সময়ে পুণ্য সংস্কার গ্রহণ করে হৃদয়কে পবিত্র রাখতে পারি। আজ সারা বিশ্ব করোনা মহামারী আক্রান্তে রয়েছে। অনেকেই মৃত্যু পথযাত্রী কিংবা মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই তাদের সকলের জন্যও নভেম্বর মাসে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাই। সারা বিশ্বের ভক্তজনগণ পরলোকগতভক্তের আত্মার চিরশান্তি কামনা করছেন। সকল মৃতভক্তজনগণ, ঈশ্বরের দয়া, ক্ষমা ও ভালবাসা লাভ করে অনন্ত সুখের রাজ্যে পদার্পণ করুক॥

আগমনী

শ্যামল চন্দ্র রায়

বছর শেষে দুর্গা এলো
দিয়ে আগাম বাণী,
অসুর নিধন দুষ্টের দমন
সেটাই মোরা জানি।

কৈলাস থেকে মর্তে এলো
এলো কার বাড়ি?
ছোট্ট উত্তরটি দিতে না পারিলে
তোদের সাথে আড়ি।

তিনিও যে সন্তানের মা
তোমরা সেটা জানো?
আমরা হলাম তারই সন্তান
কজন তোমরা মানো?

স্বামীর বাড়ি থেকে দেবী
বাপের বাড়ি গেল,
বাপের বাড়ি থেকে এবার
মোদের কাছে এলো।

নিজের মা নিজের কাছেই হলো মহাদেবী
কখনও তিনি লক্ষ্মী, স্বরস্বতী
কখনও আবার কালী,
সন্তানকে রক্ষার লাগি পাপীর সাজা
দুর্গারূপে...
অসুরদের দেন বলি।

স্বর্গ থেকে মানুষরূপে
মা এসেছে মা এসেছে
মোদের মধ্যমণি,
ভয় নেই আর মোদের
জানায় মা আগমনী॥

মানবমন ও চেতনা

সিস্টার মেরী সুপ্রীতি এসএমআরএ

চেতনা মনের ধর্ম। চেতনার কোন তর্কবিদ্যাসম্মত সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়। চেতনা হল মনের নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবগতি বা সচেতনতা। চেতনা হল চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা ইত্যাদি মনের প্রক্রিয়ার সাধারণ লক্ষণ। চেতনা হল অভ্যন্তরীণ আলো, যার সাহায্যে মনে যা কিছু ঘটে তা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানী ল্যাডের বর্ণনা অনুসরণ করে বলা যায়, গভীর এবং শব্দহীন ঘরে নিমগ্ন থাকার যে অবস্থা তার সংগে তুলনা করলে আমরা যে জাগ্রত অবস্থা দেখি তাই হল চেতনা। চেতনাকে এভাবে ব্যাখা দেয়া যেতে পারে যা হল অন্তর অভিজ্ঞতা, প্রত্যেক মানুষের মনেই হয়ে থাকে। যেমন সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতার অংশীদার অন্যকেউ হতে পারে না। ভিন্ন ভাষায় বলা যায়, যাকে আমরা বাহ্যত মন বলি তারই অবগতি রূপ বা অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া হল চেতনা।

সচেতন মনের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে, সচেতন মন গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে কিন্তু অবচেতন মন কেবলমাত্র গ্রহণ করে। যা গ্রহণ করে তার ভাল-মন্দ নিয়ে বাছ-বিচার করে না। যদি আমরা মনকে সন্দেহ বা ঘৃণা দিয়ে ভরে রাখি অভ্যাসের ফলে ঐ চিন্তাগুলো বাস্তব বলে মনের মধ্যে গৃহীত হবে। অবচেতন মন মটরগাড়ীর মতো, সচেতন মন চালকের মতো। চালিকাশক্তি মটরের মধ্যেই আছে, কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চালকের।

অবচেতন মন একটি বাগানের মতো, কী গাছ লাগাচ্ছি তার চেয়ে কী বীজ লাগাচ্ছি তার উপর নির্ভর করে বাগানের স্বার্থকতা। আগাছা হবে তবে তা জংলা হবার আগে উপরে ফেলতে হয়। মানব মন কিছুটা এ রকম। ইতিবাচক-নেতিবাচক চিন্তা একই সঙ্গে মনকে অধিকার করতে পারে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে ইতিবাচক বা নেতিবচিক অনুভূতির মধ্যে কোনটাকে আমরা বেড়ে উঠতে দিচ্ছি। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড মানুষের মনের তিনটি স্তর দেখেছেন।

1. The conscious mind
2. The preconscious
3. The unconscious mind

According to Freud, the unconscious mind is the primary source of human behavior. Like an iceberg, the most important part of the mind is the part you cannot see. Our feelings, motives and decisions are actually powerfully influenced by our past experiences, and stored in the unconscious.' McLeod's explanation clarifies that the unconscious mind contains not only negative thoughts from past experiences, but also your deepest desires.

চেতনার বৈশিষ্ট্যঃ

১. চেতনার মধ্যে একটি নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা আছে। মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি চেতন প্রক্রিয়াগুলো একটির পর একটি আসা যাওয়া করছে। এর মধ্যে কোন ফাঁক-ফোঁকর নেই, এদের গতি অব্যাহত।

২. চেতনার এ ঐক্যভূত অবিরাম ধারাকে লক্ষ্য করে মনোবিধ উইলিয়াম জেমস্ চেতনাকে একটি নদী বা স্রোতস্বিনীর সাথে তুলনা করেছেন এবং এই অবিরাম স্রোতপ্রবাহকে Stream of Consciousness বা মন বলে অভিহিত করেছেন।

৩. পরিবর্তনশীলতা চেতনার অন্যতম ধর্ম।

৪. মনোনয়ন বা নির্বাচন করা চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৫. একটি পরিবেশের সব বস্তুর প্রতি সচেতন থাকা চেতনার পক্ষে সম্ভব নয়।

৬. চেতনা পরিবেশের বস্তু বিশেষের ওপর নিজেকে নিবিষ্ট করে এবং অপর বস্তুকে বর্জন করে।

৭. মনের আগ্রহই নির্ধারণ করে চেতনা কার উপর নিবিষ্ট হবে।

৮. অনুভূতি, চিন্তা এবং ইচ্ছা- মনের এ সাধারণ প্রতিক্রিয়াগুলোর মাধ্যমেই চেতনা নিজেকে প্রকাশ করে। মানব মন বুঝতে হলে চেতনা বুঝা একান্ত দরকার।

অবচেতন মনের প্রমাণঃ

স্মৃতিঃ অনেক অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের মনে সংরক্ষিত থাকে, যেগুলোকে পরে আমরা প্রয়োজন মত পুনরুজ্জীবিত করতে পারি। অতীত অভিজ্ঞতার ফল প্রতিরূপের আকারে অবচেতন মনে সংরক্ষিত থাকে।

প্রত্যভিজ্ঞাঃ অতীতে দেখেছি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখা মাত্র চিনতে পারি। ব্যক্তির প্রতিরূপ আমাদের অবচেতন মনে সংরক্ষিত বলেই তাকে চেনা সম্ভব হয়।

অভ্যাস, সহজাত প্রবৃত্তিঃ অভ্যাস, সহজাত প্রবৃত্তি প্রকাশের মাধ্যমে অবচেতন মনের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অভ্যাসসিদ্ধ কাজের বেলায় দেখা যায় যে কাজটির সাথে আরো একটি কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। মটর গাড়ীর চালককে অন্যের সাথে কথোপকথনরত অবস্থায় থেকে গাড়ী চালাতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে মনের অবচেতন মন গাড়ী চালানোর কাজটি সম্পন্ন করে এবং কথোপকথনের কাজটি সম্পন্ন করে মনের চেতন স্তর।

অব্যক্ত যুক্তিঃ খুব সাধারণ একটি প্রত্যক্ষ্যের বিষয়কে বিশ্লেষণ করলে অনেক সময় অবচেতন মনের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। একটি লাঠি দেখা মাত্রই শিশু সিদ্ধান্ত নেয় এবং ভয়ে দৌড়ে পালায়। এ ক্ষেত্রে শিশুর অবচেতন মনই অব্যক্ত যুক্তির বিভিন্ন স্তর দ্রুত অতিক্রম করে। মনের সাথে রয়েছে চেতনার সম্পর্ক। আর এই সম্পর্ককে বুঝতে না পারলে মনকে পুরোপুরিভাবে বুঝা সম্ভব নয়।

নির্জ্ঞান স্তরের প্রমাণঃ চেতনার পরিধি অপেক্ষা মনের পরিধি অনেক বেশি ব্যাপক। মনের সামান্য অংশই চেতন স্তর। এই চেতনার স্তরকে অতিক্রম করে এক গভীর স্তর আছে যেটি হল মনের নির্জ্ঞান স্তর। এই নির্জ্ঞান স্তর চেতনার স্তরের বর্হিভূত, কিন্তু মনোরাজ্যের বহির্ভূত নয়। নির্জ্ঞান স্তরে বিশ্বাস স্থাপন না করলে অনেক মানসিক ঘটনার কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয় না। যারা মনকে চেতনার ক্ষেত্রের সাথে সমব্যাপক মনে করেন তারাই মনের নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু মনোবিদরা নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে কতকগুলো যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। ফ্রয়েডের মতে, নির্জ্ঞান মন অবদমিত ইচ্ছার আশ্রয়স্থল। অনেক মনোবিদ মনে করেন যে, অবদমিত ইচ্ছার ব্যাখ্যা ছাড়াও স্বভাবী মনের মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যার জন্য নির্জ্ঞান স্তরের সহায়তা প্রয়োজন হয়।

তথ্যসূত্রঃ *Freud's Conscious and Unconscious Mind, মনোজগত পত্রিকা,*

https://www.verzwellmind.com/the-conscious-and-unconscious-mind.

এসো পরিবেশকে ভালবাসি

পলাশ প্রদীপ মণ্ডল সিএসসি

পোপ ফ্রান্সিস তার সর্বজনীন পত্রে (লাউদাতো সি) তোমার প্রশংসা হোক পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেককেই এর যত্ন নেওয়ার আহ্বান জানান। একই সাথে সকল ধর্মের বর্ণের মানুষের প্রতি পরিবেশের বিষয়টি নিয়ে দেখার আহ্বান করেন। তিনি এই পৃথিবীকে একটি আবাসগৃহের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা এই ঘরটিকে ধীরে-ধীরে আবর্জনার স্তুপে পরিণত করছি। বিশ্বকে রক্ষা করার ও যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। তার জন্য ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছাশক্তি যা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। আমাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কাজ ও সচেতনতার মধ্যদিয়ে এই পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "প্রকৃতি যত্নের জন্য আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে প্রকৃতির যত্ন নেওয়া, ও তার জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করা।"

এই প্রকৃতির যত্ন নেয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের। পরিবেশে মূল তিনটি উপাদান রয়েছে মাটি, পানি ও বায়ু। প্রাচীন যুগে দার্শনিকগণ এগুলোকে আদিম সত্তা হিসেবে বিবেচনা করেছে। আজ বিশ্ব সভ্যতার উন্নতির শিখরে আজও এগুলো মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর প্রয়োজন আরো অপরিহার্য হয়ে ওঠবে। কারণ প্রকৃতিতে এই সকল মূল উপাদানগুলো দূষিত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে এক বিপর্যয় দেখতে পাচ্ছি। প্রকৃতিই প্রকৃতির পরিবর্তন বয়ে আনছে।

আমরা মানুষেরা পরিবেশ নষ্ট করছি। এটি আমরা করে থাকি মনের তিনটি স্তরের ওপর ভিত্তি করে অবচেতন, চেতন ও সচেতনভাবে। আজ ঢাকার বাতাস বিষাক্ত গ্যাসে পরিপূর্ণ। প্রতিদিন বিভিন্ন কলকারখানার কালো ধোঁয়া নির্মল বাতাসে মুক্তভাবে যুক্ত হয়ে পরিবেশকে দূষিত করছে। রাস্তায় বাহির হলে খালি চোখ দেখতে পাই সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত। কিন্তু ঢাকা শহরের বাতাসের সাথে মিশে রয়েছে প্রচুর ধূলিকণা। আমরা যখন টেবিলের ওপর কোন কাগজ বইপত্র রাখি, দেখতে পাই তার উপরে ময়লার এক স্তর জমে গেছে। আমাদের খাবারের টেবিলে প্লেট ও গ্লাসে বিষাক্ত ধুলিকণাগুলো জমা হচ্ছে। এগুলো খাবারের সাথে কিংবা আমাদের শরীরের স্পর্শে দেহের ভেতরে প্রবেশ করছে। বিভিন্ন রোগ জীবাণু ও শ্বাস-প্রশ্বাসে ক্ষতি করছে। আমরা কিভাবে বলবো ঢাকার বাতাস নির্মল ও দূষণহীন? দেশের বড়-বড় শহরগুলো ছাড়া গ্রামের পরিবেশে এই সমস্যা তেমন প্রকট না।

আমরা প্রকৃতিকে ব্যবসার উৎস হিসাবে ধরে নিয়েছি। সৌন্দর্যের লীলাভূমি ও বন্য পশুর চারণক্ষেত্র হচ্ছে সুন্দরবন। সুন্দরবনের গাছ কেটে হরিণ শিকার করে তার আপন সৌন্দর্যকে নষ্ট করছে। সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ এগুলো নিজের সম্পদ মনে করে অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছে। যখন আমরা প্রকৃতিতে সম্পদ আহরণের উৎস হিসাবে গ্রহণ করবো তখন প্রকৃতি নিজেই সমাজের জন্য ঘাতক অস্ত্র হিসাবে প্রতিরোধ তৈরি করবে।

তাহলে আমরা কি সকল কার্যক্রম বন্ধ করে বসে থাকবো? লাভ ক্ষতির চিন্তা করবো না। আমাদের প্রকৃতিতে যে সম্পদ রয়েছে তা একদিন নিশেষ হয়ে যাবে। সে জন্য এখন থেকে আমাদের সচেতন হতে হবে। মনে করুন ঢাকা শহরে প্রায় ২ কোটি মানুষের বসবাস। প্রত্যেকে ছোট-ছোট অবদান রাখতে পারেন। ঢাকা শহরে পানির একটি বড় সমস্যা। আমাদের প্রতিদিনের যে ব্যবহার্য পানি রয়েছে এবং অমরা যে পানি ব্যবহার করি তা থেকে যদি ১ লিটার পানি কম ব্যবহার করি তাহলে ১ দিনে ২ কোটি পানির মজুদ বৃদ্ধি পাবে। এভাবে সমগ্র দেশ সচেতন হলে পানি মজুদের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। কারণ আমাদের চাহিদার প্রায় ৮০% পানি আসে মাটির নিচ থেকে আর ৩০% আসে নদীর পানি থেকে।

আমরা আরও একটু চিন্তা করি। যেখান থেকে পানি নলকূপ বা অন্য উপায়ে মাটির নিচ থেকে উপরে তোলা হচ্ছে ঐ পানি ড্রেন দিয়ে চলে যাচ্ছে বুড়িগঙ্গায় বা অন্য স্থানে। অথচ যেখান থেকে তোলা হচ্ছে সেখানে ঐ পানি আর প্রবেশ করতে পারছে না। এতে পানির পুনপূরণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। তাছারা পানিতে অক্সিজেন রয়েছে যখন এই পানি ভালমতো মাটিতে প্রবেশ করতে না পারে তখন মাটির সাথে মিশে তা ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে। যা মাটি দূষণে সমস্যা সৃষ্টি করে। আমরা নিচের পানি তুলে নেওয়ার কারণে প্রতি বছর ভূগর্ভে পানির স্তর ১-১৫ ফুট নিচে চলে যাচ্ছে (WASA)।

সমুদ্র ও নদীর তলদেশে বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা দ্বারা দূষিত একটি স্তর তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের বোতল, চিপস এর প্যাকেট, কলকারখানার বর্জ্য ইত্যাদি দেখা যায়। এতে সামুদ্রিক প্রাণীর ক্ষতি হতে পারে। আমাদের চারপাশে পানি আছে কিন্তু আমাদের খাবারের পানি খুবই কম। বলা হয়ে থাকে পৃথিবী ৪ ভাগের তিন ভাগ পানি। কিন্তু মিষ্ট পানির পরিমাণ ২.৫%। এর মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের হিমালয়ের বরফ অন্তর্ভূক্ত। তাহলে আমাদের ব্যবহারে পানির পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ১%। আমরা যতই সফট্ ড্রিংকস খাই না কেন পানি পান করা আবশ্যক। তাই বলা হয়ে থাকে, পানির অপর নাম জীবন।

বলা হয়ে থাকে, অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে ধান উৎপাদনের উৎসস্থল। অথচ দেশটি বর্তমানে ধান উৎপাদন বন্ধ রেখে আমদানীর দিকে নজর দিয়েছে। কারণ ধান উৎপাদনের জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। যদি বছরের পর বছর ধান উৎপাদন করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে পানির স্তর আরো কমে যাবে। যার জন্য অস্ট্রেলিয়া ধান উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। খুবই সামান্য উৎপাদন করে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য অন্য দেশ থেকে ক্রয় করে। এতে তারা নিজের দেশে সম্পদ সঞ্চয় করছে। অর্থ চলে গেলে পাওয়া যাবে কিন্তু সম্পদ চলে গেলে আর পাওয়া যাবে না।

দেখা যায় বড়-বড় অনুষ্ঠানে ৫০০ গ্রাম বিশুদ্ধ পানির বোতল দেওয়া হয় । লোকজন অল্প কিছু পানি খেয়ে বোতলটি ফেলে দেন। পরবর্তীতে ঐ বোতলের পানি অন্য কেউ ব্যবহার করতে চায় না। দেখা গেল বিশুদ্ধ পনিগুলো নষ্ট হলো এবং বোতলটি পরিবেশের সৌন্দর্যকেও নষ্ট করলো। যদি ৫০০ গ্রাম পানির বোতল এর পরিবর্তে ২.৫ গ্রাম দেওয়া হয় এবং পরে যার প্রয়োজন হবে সে নিতে পারবে তাহলে ঐ পানিগুলো অপচয় হতো না, অপরদিকে বোতলগুলো পরিবেশকে দূষিত করে করতে পারতো না। আরো ভাল হয় যদি পানি অপচয় রোধে পানির বুথ তৈরি করা হয়। এর ব্যবহার করলে আমরা এর অপচয় রোধ করতে পারবো।

আমরা প্রকৃতিতে ইকোলজিক্যাল বা খাদ্য চক্র কথা চিন্তা করি। শৈবাল হচ্ছে প্রাথমিক শ্রেণীর উদ্ভিদ। পোকা-মাকড় মাছ এদেরকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। মানুষ অমরা এই সকল মাছগুলো গ্রহণ করি। এদের একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক রয়েছে। যদি পানি দূষণ হয় তাহলে ঐ মাছগুলো বিষাক্ত হবে। আর ঐ বিষাক্ত মাছ খেয়ে আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবো। একমাত্র মানুষ বিভিন্ন স্তরের খাবার খেয়ে থাকে। আর সেজন্য মানুষের দেহে রোগ-ব্যাধি লক্ষণ বেশি এবং আক্রান্তের পরিমাণ বেশি। যা পরিবেশের অন্য প্রাণীকূলের মধ্যে কম দেখা যায়। কারণ আমরা খাবারের পূর্বে এগুলো যাচাই-বাছাই করি না। এগুলো কোথা থেকে আসছে এবং কি উপায়ে উৎপাদন হচ্ছে আমরা জানি না। তাই খাদ্য গ্রহণে আমাদের সচেতনতা আবশ্যক। (চলবে)

এক অসমাপ্ত ভালোবাসর গল্প

অবিনাশ জেভিয়ার রোজারিও

বড়লোক বাবা-মার একমাত্র সন্তান অভি। শিখা সেও বড়লোক বাবা-মার একমাত্র মেয়ে। অভি ও শিখা একে-অপরকে ভালোবাসে। তাদের সম্পর্ক প্রায় ৭-৮ বছর ধরে। অনেক ছোট-বড় ঝগড়া, ঘৃণা, মনোমালিন্য এর মধ্যেও লাল গোলাপের মতো তাদের ভালোবাসা টিকে আছে। তাদের পরিবার তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাদের বিয়ে ঠিক করে। অভি ও শিখার বিয়ে অনেক ধুমধাম করে দেওয়া হয়। বিয়ে প্রথম রাতে অভি শিখাকে একটি প্রশ্ন করল, "শিখা তুমি আমাকে ছেড়ে কখনো যাবে না তো?" শিখা উত্তর দিল, "অভি তুমি এসব কি বলছ? তোমাকে ছাড়া আমি কিভাবে থাকবো, তুমি আমার বুকের ভিতরে রক্ত মাখা গোলাপ, তুমি আমার স্বপ্ন, যদি মরতে হয়, তাহলে এক সাথেই মারবো। আর যদি বাঁচতে হয়, তাহলে এক সাথে বাঁচবো।" অভি এই কথা শুনে কেঁদে দিল আর তাকে জড়িয়ে ধরল এবং বলতে লাগলো-

"তুমি তো আমার অদূর ভবিষ্যৎ-এর সঙ্গী
যার কাছে প্রেম প্রকাশে হাজারও ভঙ্গী,
যারে নিয়ে আমার সারাটি জীবনভর সন্ধি
আমার ভালোবাসা তোমারই হৃদয়েই বন্দি।"

এইভাবে তাদের নতুন জীবন তৈরি হলো। তাদের দুজনের মধ্যে অনেক ভালেবাসা। একে-অপরকে ছাড়া একদিনও থাকতে পারে না। কোথাও গেলে দুইজন একসাথে যায়। অভি একটি ভলো চাকরি করে। অভি অফিসে যায় কিন্তু কাজের মধ্যে যখনই একটু সুযোগ পায়, সে শিখার সাথে মোবাইলে ভালোবাসার মিষ্টি আলাপ শুরু করে দেয়। রাতের খাবার কেউ কখনও একে-অপরকে রেখে খায় না। অভির একটু দেরি হলে, শিখা টেবিলে খাবার বেড়ে বসে থাকে। এভাবে কেটে গেল দুই-এক বছর। কিন্তু তাদের কোন সন্তান ছিল না। হঠাৎ তাদের ভালোবাসার মধ্যে নেমে আসে এক তুমুল ঝড়। শিখা কেমন যেন বদলে যেতে লাগলো। অভি এটা লক্ষ্য করছিল। কিন্তু কখনো কিছু বলেনি। "যাকে অন্তর থেকে ভলোবাসা যায় তাকে সহজে বকা দেওয়া যায় না। তার ভুলগুলোও ক্ষমা করা যায়।" দিন-দিন শিখার ব্যবহার ও অতিমাত্রায় খারাপ হতে লাগলো। শিখা সারাদিন শুধু তার বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে বাড়ির বাইরে থাকে অনেক রাত করে ঘরে আসে। অভি মনে-মনে চিন্তা করে, "শিখার হঠাৎ করে কি হলো? শিখা তো এই রকম ছিল না।" তাও অভি তাকে কিছুই বললো না। অভি যখন অফিসে থেকে ফোন করে তখন শিখাকে পাওয়া যায় না। ফোন বন্ধ দেখায় আবার, যদিও শিখা ফোন ধরে তাও সে বিভিন্ন ব্যস্ততা দেখিয়ে ফোন রেখে দেয়। একদিন অভির অফিস থেকে আসতে দেরি হয়। সে শিখাকে অনেকবার ফোন করে কিন্তু ফোনে পায় না। সে বাড়িতে এসে দেখে যে শিখা শুয়ে আছে। তার খাবার টেবিলে সাজানো। অভি মনে-মনে অনেক কষ্ট পায়। যাক, সে খেতে বসে খেতে-খেতে চিন্তা করে, "শিখা আগে কখনো তাকে ছাড়া রাতে খাবার খেত না। আর এখন কি হলো এটা?" অভি খাবার শেষে বিছানায় ঘুমাতে যায় এবং শুয়ে শিখাকে ডাক দেয় কিন্তু বিরক্ত হয়ে বলে, "ভালো লাগছে না ঘুমাও কাল কথা বলবো।" একটু পরে শিখার ফোনে একটা ফোন আসে এবং সে ফোন নিয়ে বারান্দায় চলে যায়। তা দেখে অভির চোখ দিয়ে দু-এক ফোটা অশ্রু ঝরে গেল। অভি বুঝতে পারলো যে শিখা তার সাথে সুখী নয়। আরো অনেক কথা চিন্তা করতে করতে অভি ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন অভির অফিস ছুটি তাই সে চিন্তা করলো যে, সারাদিন শিখার সাথে কাটাবে। সে ঘুম থেকে দেরি করে উঠে দেখে যে শিখা বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। তা দেখে অভি শিখাকে জিজ্ঞাসা করলো "তুমি কোথায় যাচ্ছ?" শিখা উত্তর দিল, "সেই কৈফিয়ত তোমাকে দিতে যাব কেন? তুমি ঘুমাচ্ছ ঘুমাও।" অভি কিছু না বলে ওয়াস রুমে চলে গেল। অভি বিছানায় বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। শিখা কি সত্যিই আমার সাথে সুখী নয়, সে কি অন্য কাউকে ভালোবাসে। কেন শিখা দিন-দিন এরকম হয়ে যাচ্ছে। তার মনে পড়ে গেল সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা। এইসব চিন্তা করতে-করতে কখন যে দিন পেরিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসলো বুঝতে পারলো না।

"পর মানুষ দুঃখ দিলে দুঃখ মনে হয় না
আপন মানুষ কষ্ট দিলে কষ্ট ভুল যায় না।"

"সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হতে আসলো এখনো শিখা আসছে না কেন?" অনেক চিন্তায় পড়ে গেল অভি। জোছনামাখা রাতে অভি বারান্দায় বসে চাঁদ দেখছে আর চিন্তা করছে যে কিভাবে শিখাকে মুক্তি দেওয়া যায়। তাই সে চিন্তা করল যে সে কাল অফিসের জন্য বের হবে আর কখনো ফিরে আসবে না। শিখাকে তার কাছ থেকে এভাবে দূরে চলে যেতে অভি কিছুতেই সইতে পারবে না। অভি শিখাকে অনেক ভালোবাসে, হঠাৎ বাইরে থেকে একটা আওয়াজ আসলো আর অভি ভয় পেয়ে যায়। ভিতরে এসে দেখে যে শিখা এসেছে। অভি জিজ্ঞাসা করলো,"এত দেরী হল কেন?" শিখা কিছুই বলল না। আবার জিজ্ঞাসা করলো, "কিছু খেয়েছ?" শিখার কাছ থেকে কোন উত্তরই এলো না। শিখা ফ্রেশ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। অভি জিজ্ঞাসা করলো, "শিখা আমি যদি মরে যাই, তুমি কি একা থাকতে পারবে?" শিখা একটু অবাক হয়ে গেল তারপর বললো, "আজে-বাজে কথা বলো না তো ঘুমাও"। শিখা একটু চিন্তায় পড়ে গেল, "হঠাৎ এই কথা কেন বললো?" শিখা ঘুমিয়ে পড়লো আর অভি সারারাত না ঘুমিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। সে অনেক কথা চিন্তা করছে আর তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। সকাল হলে শিখার ঘুম ভাঙলো আর তাকিয়ে দেখে অভি জেগে আছে আর তার চোখ লাল টক-টক হয়ে আছে। শিখা জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি ঘুমাওনি?" অভি বলল, "ঘুমিয়ে ছিলাম কিন্তু, তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙ্গে গেল।" শিখা উঠে গেল আর অভি শুয়ে রইলো। অভি শুয়ে-শুয়ে অনেক কথা চিন্তা করতে থাকে। হঠাৎ শিখা অভিকে বলে, "কি গো উঠছ না কেন, অফিসে যাবে না?" অভি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো হঠাৎ শিখার এত ভালো ব্যবহার। অভি হাসি-মুখে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে খাওয়ার জন্য টেবিলে এসে দেখে শিখা খাবার নিয়ে বসে আছে। অভি আবারো অবাক হল কিন্তু কিছু বলল না খেতে বসলো। অভি খাওয়া বাদ দিয়ে শিখার দিকে তাকিয়ে আছে আর তার চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো। শিখা জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কাঁদছ কেন?" অভি বলল, "এমনি, এটা সুখের কান্না।" তাদের খাওয়া শেষ হলে অভি অফিসের জন্য রেডি হয়। অফিসের যাওয়ার আগে শিখাকে ডাকলো,"শিখা।" শিখা একটি মিষ্টি মধুর হাসি দিয়ে বলল, "কি হয়েছে?" অভি কিছু না বলে শিখার কাছে গিয়ে এক নজরে তাকিয়ে থাকলো। তার সব পুরনো স্মৃতিগুলো মনে পরছে। বিয়ের প্রথম রাতের কথাটাও মনে পড়লো, আর অভি কেঁদে ফেলল। অভি শিখাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো, শিখা বলল, "এই পাগল তোমার কি হয়েছে?" অভি বার-বার বলতে লাগলো শিখা আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তারপর অভি দৌড় দিয়ে বের হয়ে গেল। শিখা তার চলে যাওয়ার দিকে এক পানে চেয়ে আছে। সে চিন্তা করতে লাগলো "আজ অভির কি হলো?" তারপর শিখা ঘরের কাজে লেগে পড়ে। সে তার বিছানা গুছাতে গিয়ে বালিশের নিচে একটা ছোট কাগজের চিঠি পেল, তাতে লেখা আছে।

প্রিয়তমা,

আমি জানি তুমি আমার সাথে সুখী নও। তাও তুমি আমার সাথে আছ। তাই আমি তোমাকে আজ থেকে মুক্ত করে দিলাম। তুমি এখন খোলা আকাশে নিজের মতো করতে উড়তে পারবে। আমি তোমাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি, যেখান থেকে কখনও ফিরে আসা যায় না। আমি তোমাকে অনেক কষ্ট

দিয়ে ফেলেছি, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি জানি, তুমি আমাকে একটু হলেও ভালবাস। তাই যখনই আমার কথা মনে পড়বে, রাতের যে তারাটা সব থেকে বেশি চমকাবে, সেটাকে মনে করবে আমি। ভালো থেকো প্রিয়তমা, ভালোবাসি ভালোবাসি শুধু তোমায় ভালোবাসি, তোমার ভালোবাসা আমার শেষ ভালোবাসা।

ওগো প্রিয় রাগ করো না,
তুমি আমার লক্ষ্মী সোনা।
এবারের মতো আমাকে,
করে দিও তুমি ক্ষমা।

চিঠিটা পড়ে শিখা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। কি করবে বুঝতে পারছে না, পাগলের মতো হয়ে গেছে। শিখা তার পরিবারের সবাইকে সব কথা খুলে বলল। শিখার কথা শুনে পরিবারের সবাই অবাক তারাও কি করবে বুঝতে পারছে না। সবাই অভিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। অভি রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে, গাড়ি থেকে নেমে মানিব্যাগ থেকে শিখার ছবিটা বের করে, মন ভরে ছবিটা একবার দেখে নিল। তারপর মনে-মনে বলতে লাগলো,

"নাইবা আমায় বাসলে ভালো
নাইবা দেখলে পিছু,
নাইবা আমায় একটু খুঁজলে
নাইবা ভাবলে কিছু।"

তারপর অভি আস্তে-আস্তে রাস্তার মাঝখান বরাবর আনমনে হাঁটতে লাগলো হঠাৎ একটি বাস এসে তার উপর দিয়ে চলে যায়, অভি সেখানেই সব দুঃখ-কষ্ট, ব্যাথা-বেদনা ছেড়ে চলে যায়। অপরদিকে শিখাও তাদের পরিবারের সবাই পাগল হয়ে যেতে লাগলো। শিখা চিন্তা করছে আর কান্না করছে, এত বড় ভুল সে কিভাবে করলো, অভিকে দেওয়া কোন কথাই সে রাখতে পারলো না। শিখা বার-বার অভিকে কল করে যাচ্ছে কিন্তু বার-বার করে কল কেটে দিচ্ছিলো। হঠাৎ শিখার ফোনে অভির নম্বর থেকে কল আসে, শিখা কলটা ধরেই বলতে লাগলো, "অভি তুমি ফিরে আস, আমি আর কখন এই রকম করবো না। আমি তোমার সব কথা শুনবো। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি।" কথাটা বার-বার বলতে লাগলো। হঠাৎ শিখা চুপ হয়ে গেল ফোনের ওপাশ থেকে অচেনা এক কণ্ঠ ভেসে আসলো, "আপনি কি মি. অভির স্ত্রী?" শিখা উত্তর দিল, "হ্যাঁ, অভি কোথায়?" লোকটি বললো, "আপনার স্বামী অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে তার মরদেহ এখন ঢাকা মেডিকেলে আছে, আপনি এসে নিয়ে যান"। শিখা এই কথা শুনে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তারপর থেকে শিখার জীবনে নেমে আসে কালো মেঘের মতো অন্ধকার। সে সারাদিন শুধু অভির ছবি নিয়ে কান্না করে আর নিজেকে অপরাধী বলে চিৎকার করে। আর রাত হলে যে তারাটা সব থেকে বেশি চমকায় সে তারার সাথে কথা বলে। শিখা সে তারার নাম দেয় এক ভালোবাসার তারা। শিখা মনে-মনে বলতে লাগলো,

"রাতের আকাশে শত তারা
করিস না আমার ঘর ছাড়া
তারার সাথে চাঁদ যে ওঠে
মন সে আমার কেদে ওঠে।"

এইভাবে শিখার জীবন চলতে থাকে শিখার এই অবস্থা দেখে তার মা তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাকে আরেকটা বিয়ে দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু সে কিছুতেই বিয়ে হবে না। সে অভির স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়।

"অনন্ত এ রাতের মাঝে
কতো স্মৃতি চোখে ভাসে,
হৃদয় আমার দোলে না রে
মনটা শুধু ভাঙ্গে চোরে।"

শিখার পরিবার অনেক কষ্ট করে তাকে আরেকটা বিয়ে দেয়। কিন্তু শিখা বিয়ের প্রথম রাতে ছেলেটাকে বলে "২৪ ঘন্টার মধ্যে ১২ ঘন্টা তোমায় দিব আর ১২ ঘন্টা আমি আমার ভালোবাসার তাকে দিব।"

"ভালোবাসাই পারে মানুষকে মেরে ফেলতে,
ভালোবাসাই পারে মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে।"

মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
Mathurapur Christian Co-operative Credit Union Ltd.
ডাকঘরঃ মথুরাপুর, উপজেলাঃ চাটমোহর, জেলাঃ পাবনা
রেজিঃ নং- ১/৮৪ সংশোধিত -১/২০০৮
মোবাইল নং: ০১৩০২-৫৯৮১২৯, Email: mcccu1963@gmail.com

স্মারকঃ সং- এজিএম/৫১২/২০ তারিখ- ২৪/১০/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০টায় সময় মথুরাপুর সেন্ট ইঁটাস্ প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৮টা হতে শুরু হবে।

অতএব, উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলোচ্য সূচী

০১। ব্যবস্থাপনা কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন।
০২। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
০৩। আগামী ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বাজেট পেশ ও অনুমোদন।
০৪। বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ ও অনুমোদন।
০৫। বিবিধ ০৬। দুপুরের আহার ০৭। লাকী কুপন ড্র ০৮। সভার সমাপ্তি ঘোষণা।

সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে

ইগ্নেসিউস গমেজ
চেয়ারম্যান
মথুরাপুর খ্রিঃ কো-অপাঃ ক্রেঃ ইউঃ লিঃ

সুবল গমেজ
সেক্রেটারী
মথুরাপুর খ্রিঃ কো-অপাঃ ক্রেঃ ইউঃ লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রান্ত সরকারী জরুরী সকল নির্দেশনা পরিপালনীয়

অনুলিপি
১। জেলা সমবায় অফিসার, পাবনা।
২। উপজেলা সমবায় অফিসার, চাটমোহর, পাবনা।

বিপ/২০৪/২০

অভিযোগ নয় পরিবর্তন

জনি জেমস মুরমু

একবার এক দেশের রাজা তার রাজ্য ভ্রমণে বের হলেন। রাজার খুব ইচ্ছা ছিল তার রাজ্যের মানুষদের সাথে কথা বলবেন এবং তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলবেন। এ জন্য রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি সারা রাজ্য পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করবেন যেন তিনি তার সকল প্রজাদের পরিবার ও জীবন ভালোমত প্রত্যক্ষ করতে পারেন। প্রজারা যখন দেখলেন যে, তাদের মহামান্য রাজা স্বয়ং পায়ে হেঁটে-হেঁটে তাদের বাড়ি আসছেন এবং তাদের সাথে কথা বলছেন তাতে তারা খুব খুশী হল এবং রাজার স্বহৃদয়তার জন্য তাকে সবাই সাদর-সম্মানসহিত শুভেচ্ছা জানাল।

সমগ্র রাজ্য এভাবে পায়ে হেটে ভ্রমণ শেষে প্রাসাদে ফিরে আসার পর রাজা নিজেও সত্যি খুব খুশী হলেন এ ভেবে যে, তার প্রজারা তাকে অনেক ভালোবাসে। তবে পাথুরে ও শক্ত মাটিতে দীর্ঘ পথ হাঁটার জন্য রাজার পা' দুটো প্রচণ্ড ব্যথা করতে লাগল। রাজা তখন তার প্রজাদের কথাও ভাবলেন যে, তাদের তো প্রতিদিন এত কষ্ট করে পায়ে হেঁটে রাস্তা পাড়ি দিতে হয়। তাই তিনি মন্ত্রিদের নির্দেশ দিলেন রাজ্যের সকল রাস্তাঘাট যেন চামড়া দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হয় যেন তার প্রজারা পায়ে কোনো আঘাত না পায় এবং স্বাচ্ছন্দ্যে হাঁটাচলা করতে পারে। রাজার এ নির্দেশ শুনে মন্ত্রিরা খুবই কষ্ট পেলেন। কারণ এত সুবিশাল রাস্তা চামড়া দিয়ে মুড়িয়ে দিলে কত শত নিরীহ পশু মারা পড়বে এবং প্রচুর অর্থেরও খরচ হবে। ঠিক তখনই একজন জ্ঞানী মন্ত্রী রাজার সামনে এসে তার এক পরিকল্পনার কথা বললেন, "রাজা মশাই, শুধুমাত্র রাস্তা ঢাকার জন্য কেন আপনি একগুলো নিরীহ প্রাণী মেরে ফেলবেন? তার থেকে ভালো হয়, আপনার দু'পায়ের মাপ নিয়ে চামড়ার জুতা তৈরি করুন।" রাজা তখনই মন্ত্রীর এই বিজ্ঞ পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করলেন এবং রাজ্যের সকলের জন্য চামড়ার জুতো তৈরি করার আদেশ দিলেন।

শিক্ষা: আমরা প্রায় সময়ই আমাদের চারপাশের জিনিস নিয়ে প্রতিবাদ করি, অভিযোগ করি, নিন্দা করি কিন্তু এটা বুঝতে চেষ্টা করি না যে, আমাদের নিজেদেরও পরিবর্তন হবার দরকার আছে॥

কেমন তোমার ছবি এঁকেছ!

মেঘা মারীয়া গমেজ
হলি চাইল্ড আইডিয়াল স্কুল

শরৎ

ইভেট মিথিলা নাথানিয়েল

নদী-নালা ভরিয়ে দিলো,
বর্ষা, সে-তো বিদায় নিলো।
প্রকৃতি নতুন সজীবতা পেল,
মেঘের ভেলায় শরৎ এলো।
আকাশ সে-তো মন রাঙালো,
অপরূপ এক রং ছড়ালো।
নতুন ছন্দে মন সাজলো,
দুর্গা পূঁজোর ঢাক বাজলো।
মাঝি ঐ গান ধরলো,
নদীর শোভা মন মাতালো।
গাছে-গাছে শিউলির হাসি,
সুগন্ধে তার মন উদাসী।
স্নিগ্ধ এক বাতাস এলো,
কাশফুলগুলো দোলা দিল।
শরৎ, সে তো সুন্দর অতি,
মন আঙিনায় সে এক অনন্য অনুভূতি॥

মা

শ্যামল মন্ডল

মাগো আমার মা
তোমায় ছাড়া এক মুহূর্ত ভাল লাগে না।
তুমি আমার স্বপ্ন মা তুমি আমার আশা
তোমার জন্য আমার মনে হাজার ভালবাসা।
মায়ের স্বপ্ন মায়ের আশা সন্তানকে ঘিরে
মা যে আমায় অনেক কষ্টে গড়েছে আপন করে।
মাকে ছেড়ে পুত্র যদি দূরে কোথাও যায়
তখন বুঝে মায়ের মতন আপন কেহ নাই।
মাকে ছেড়ে থাকতে এখন ভীষণ একা লাগে
মায়ের সাথে যেতাম আগে কপোতাক্ষের বাঁকে।
দুষ্ক পেলে মা যে আমার ভালবেসে নিতো কোলে
মায়ের আদর-ভালবাসা পেয়ে
সব ব্যাথা যেতাম ভুলে।
মায়ের হাতের স্পর্শ যেন আজও আমি খুঁজে পাই
তোমার কথা পড়লে মনে মা নিজেকে ভুলে যাই।
বকুলের মত ঝরে পড়ে যেন মায়ের মুখের হাসি
আমার মায়ের স্নেহের হাসি অনেক ভালবাসি।
বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে মাগো তোমার তুলনা নাই
আমার মায়ের চরণতলে সহস্র প্রণাম জানাই।
মায়ের আদর-স্নেহে ভরে যায় মন-প্রাণ
পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে যতদিন
মা রবে তুমি চির মহিয়ান॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নতুন ১৩জন কার্ডিনালের নাম ঘোষণা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

গত ২৫ অক্টোবর রবিবার পোপ ফ্রান্সিস ১৩জন নতুন কার্ডিনালের নাম ঘোষণা করেন। তারা আফ্রিকা, এশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইতালির অধিবাসী। মনোনীত ১৩জন কার্ডিনালের জীবনী সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো:-

১) কার্ডিনাল মনোনীত বিশপ মারিও গ্রেচ মাল্টার কুয়ালায় গজো ডায়োসিসে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা তিনি গজোতেই সমাপ্ত করেন। তারপর দর্শনশাস্ত্র ও ঐশতত্ত্ব তিনি অধ্যয়ন করেন গজো সেমিনারীতে। ২৬ মে, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে যাজক অভিষেকের পর তিনি উচ্চতর পড়া-শুনার জন্য রোমে যান এবং মাণ্ডলীক আইনের উপর লাতেরান বিশ্ববিদ্যালয় হতে লাইন্সেনসিয়েট ও এঞ্জেলিকুম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। মাল্টাতে ফিরে তিনি গজো ক্যাথেড্রালে সেবাদায়িত্ব শুরু করেন এবং কেরচেম ধর্মপল্লীর পালক থাকার সাথে-সাথে তা-পিয়া নামে জাতীয় তীর্থস্থানের দেখাশুনা করেন। পরবর্তীতে মাল্টার মেট্রোপলিটান ট্রাইব্যুনালের সদস্য হন, সেমিনারীর মাণ্ডলীক আইনশাস্ত্রেও অধ্যাপনা করেন এবং জুডিশিয়াল ভিকার জেনারেল হন। ২৬ নভেম্বর ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পোপ ১৬শ বেনেডিক্ট তাকে গজোর বিশপ নিযুক্ত করেন এবং ২ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস তাকে বিশপ সিনডের জন্য প্রো-জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্ব দেন। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে তিনি বিশপ সিনডের জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন শুরু করেন।

২) কার্ডিনাল মনোনীত বিশপ মার্চেল্লো সেমেরারো দক্ষিণ ইতালির লীচে ২২ অক্টোবর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রোমের লাতেরান বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শনশাস্ত্র ও ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং ঐশতত্ত্বে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ওরিয়ার বিশপ হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে আলবানোর বিশপ হন। বিশপ মার্চেল্লো ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে কার্ডিনাল পরিষদের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এবছর ১৫ অক্টোবর পোপ ফ্রান্সিস তাকে সাধুশ্রেণীভূক্তকরণ দপ্তরের প্রিফেক্ট হিসেবে দায়িত্ব দান করেন।

৩) কার্ডিনাল মনোনীত আর্চবিশপ আন্তইনে কামবান্দা ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে কিগালি আর্চডাইয়োসিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে সাধু পোপ ২য় জন পল কর্তৃক রুয়াণ্ডাতে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন। ইতালিতে বসবাসকারী তার একজন ভাই ব্যতীত পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্যকেই ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে হত্যা করা

হয়। তার যাজক অভিষেকের পরপরই তিনি কারিতাসের পরিচালক, ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সেক্রেটারী, মেজর সেমিনারীর অধ্যাপক হিসেবে সেবাদায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে বুতাওে ডাইয়োসিসের এনওয়াকিবান্দার সেন্ট চার্লস মেজর সেমিনারীর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ৭ মে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে কিবুনগো ডাইয়োসিসের বিশপ নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীতে ১৯ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কিলহালির আর্চবিশপ রূপে নিযুক্ত হন।

৪) কার্ডিনাল মনোনীত আর্চবিশপ উইলটন ডানিয়েল গ্রেগরী ৭ ডিসেম্বর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়নসের শিকাগোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯ মে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো আর্চডাইয়োসিসে যাজক অভিষেক লাভ করেন। তিনি নিলস্ কলেজে দর্শনশাস্ত্র পড়েন এবং ইলিয়নসের সেন্ট মেরী কলেজে ঐশতত্ত্ব পড়েন। পরে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে রোমের সেন্ট আনসেলম বিশ্ববিদ্যালয় হতে উপাসনার উপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে ফিরে সেন্ট মেরী কলেজে উপাসনা বিষয়ে অধ্যাপনা করেন এবং কার্ডিনাল কডি ও বের্নাদিনের জন্য (master of ceremonies) মাস্টার অফ সেরেমনির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর তিনি ওলিবার নামধারী এবং শিকাগোর সহকারী বিশপ হিসেবে মনোনীত হন। পরবর্তীতে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তাকে বেল্লেভিল্লে, ইলিয়নসে পরিবর্তিত করা হয়। তিনি জর্জিয়ার আটলান্টার মেট্রোপলিটান আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপ মনোনীত হন ৯ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে। পোপ ফ্রান্সিস তাকে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ এপ্রিল ওয়াশিংটন ডিসির আর্চবিশপের দায়িত্ব দেন এবং এ সময়ই তিনি কার্ডিনাল মনোনীত হন।

৫) কার্ডিনাল মনোনীত আর্চবিশপ যোজে ফুয়েরতে আদভিনকুলা ৩০ মার্চ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে দুমালাগ, ফিলিপাইনে জন্মগ্রহণ করে। ম্যানিলায় সেন্ট টমাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐশতত্ত্বে পড়াশুনার পূর্বে তিনি সাধু ১০ম পিউস সেমিনারীতে দর্শনশাস্ত্র পড়াশুনা সমাপ্ত করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল তিনি কাপিজ আর্চডাইয়োসিসে যাজকরূপে অভিষিক্ত হন। ম্যানিলার দ্য সাল্লে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞান ও মাণ্ডলীক আইন শাস্ত্রের উপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন ম্যানিলার সান্ত টমাসো ও রোমের আঞ্জেলুকুম বিশ্ববিদ্যালয় হতে। ১৫ জুলাই ২০০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সান কার্লোসের বিশপ নিযুক্ত হন এবং ৯ নভেম্বর ২০১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাপিজের আর্চবিশপ নিযুক্ত হন। তিনি বিশ্বাসীয় মতবাদ ও আদিবাসী জনগণ বিষয়ক কমিশনের সদস্য।

৬) কার্ডিনাল মনোনীত আর্চবিশপ সেলেস্তিনো আয়োস ব্রাকো, ওএফএম (কাপুচিনো) স্পেনের পামপ্লোনা আর্চডাইয়োসিসে ৬ এপ্রিল ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জারাগোজাতে তার দর্শনশাস্ত্র পাঠ শেষ করেন এবং ঐশতত্ত্ব শেষ করেন জারাগোজাতে। স্পেনের বার্সেলোনা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মনোবিজ্ঞানে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৫ আগস্ট ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সানগুয়েসসাতে তিনি ফ্রান্সিসকান কাপুচিনো ধর্মসংঘে তার প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন এবং ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পামপোনাতে শেষ ব্রত গ্রহণ করে ৩০ মার্চ ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে যাজকপদে অভিষিক্ত হন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তাকে চিলিতে প্রেরণ করা হয় এবং বিভিন্ন ধর্মপল্লীর সহকারী হিসেবে সেবাদায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি ধর্মসংঘের হিসাবরক্ষক এবং ধর্মপ্রদেশের ন্যায়-শান্তি কমিশনেও কাজ করেন। ২৫ জুলাই ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাপিয়াপোর বিশপ হন এবং ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ চিলির সান দিয়াগো আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপ হিসেবে নিযুক্ত হন।

(চলবে)

ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় 'ফ্রাতেল্লী তুত্তি' (সকল ভাইবোন) বিষয়ক সেমিনার

কমিশন ডেস্ক ▌ ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস এর ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক মিলন বিষয়ক সর্বজনীন প্রৈরিতিক পত্র "ফ্রাতেল্লী তুত্তি (সকল ভাইবোন)" এর অনুপ্রেরণায় খ্রিস্টভক্তগণ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব নবায়ন ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ়করণে কিছু উপলব্ধি গ্রহণ এবং দয়ালু সামারীয়ার আদর্শ অনুসরণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। বিশপীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশনের উদ্যোগে ১৬ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা আর্চডাইয়োসিস এর পবিত্র জপমালা রাণীর ধর্মপল্লী-হাসনাবাদ এর পালকীয় পর্ষদ, ন্যায় ও শান্তি কমিটি এবং সমাজ প্রধানসহ ৬০জন খ্রিস্টীয় নেতানেত্রীগণের অংশগ্রহণে "ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ফ্রাতেল্লী তুত্তি (সকল ভাইবোন)" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বিশপীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সেক্রেটারি ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি বলেন, ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস গত ৪ অক্টোবর সর্বশেষ সর্বজনীন পত্র "ফ্রাতেল্লী তুত্তি" (ভাইবোন সকল) প্রকাশ করেছেন। এই পত্রে তিনি বিশ্বের সকল জাতি, সকল ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মিলন সমাজ গঠনের ডাক দিয়েছেন। "ফ্রাতেল্লী তুত্তি" পাঠ করে আমরা পৃথিবীতে কেন এত অন্যায়, অশান্তি, বৈষম্য, শোষণ, ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ ও সামাজিক বিভেদ সম্পর্কে সচেতন হতে পারি।

কারিতাস সিডিআই এর প্রশিক্ষক চয়ন হিউবার্ট গমেজ সমাজের ভ্রাতৃত্ব, ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক কিছু বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণে অংশগ্রহণকারীদের সহায়তা করেন। এরপর অংশগ্রহণকারীগণ পালকীয় সেবায় দায়িত্বশীলতা, ন্যায় ও শান্তি কমিটির ভূমিকা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিরসনে দম্পতিদের অংশগ্রহণ, প্রকৃতি, পরিবেশ ও পরিবারের সুরক্ষা, মাদক ও মাদকাসক্ত ইত্যাদি বিষয়ে মুক্তালোচনা করেন। পরিশেষে পালক পুরোহিত ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ ধন্যবাদ বক্তব্যের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্ত ঘোষণা করেন॥

পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘে বাণীপাঠক ও বেদীসেবক পদ প্রতিষ্ঠা-২০২০

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি ▌ গত ১২ রামপুরা পবিত্র ক্রুশ সাধনা গৃহের চ্যাপেলে পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের চারজন ব্রতধারী সেমিনারীয়ান বাণীপাঠক পদ লাভ করেছেন। এদিন পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন প্রদেশপাল ফাদার জেমস ক্লেমেন্ট ক্রুশ সিএসসি। খ্রিস্টযাগের উপদেশে তিনি বাণীপাঠক প্রার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আজ থেকে তোমরা মনে-প্রাণে মঙ্গলবাণীর সেবা করবে। তোমরা যে বাণীর সেবা করবে ও পাঠ করবে সেই বাণী শ্বাশত পিতার বাণী। তাই তোমাদের বাণীপাঠ থেকে যেন ভক্তমণ্ডলী পিতার বাণী ও কণ্ঠস্বর শুনতে ও বুঝতে পারে। উপদেশের পর তিনি প্রার্থীদের হাতে পবিত্র বাইবেল তুলে দেন। অন্যদিকে ১৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিকালে এই চারজন সেমিনারীয়ান বেদীসেবক পদ লাভ করেন। বেদীসেবক পদ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি। উপদেশে বিশপ বলেন, বেদীসেবক হিসেবে তোমরা প্রভুর পুণ্য বেদী ও কষ্টভোগী সেবক প্রভু যিশুর খ্রিস্টের সেবা করবে। পবিত্রতার মনোভাব নিয়ে যেকোন সেবাকাজ করবে; যাতে তোমরা নিজেরা পবিত্র থাকতে পার এবং অন্যকেও পবিত্রতার পথ দেখাতে পার। এরপর তিনি বেদীসেবক প্রার্থীদের হাতে সেবা ও জীবন নিবেদনের চিহ্নস্বরূপ সাজানো পানপাত্র তুলে দেন। পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘে বাণীপাঠক ও বেদীসেবক পদ লাভকারী সেমিনারীয়ানগণ হলেন নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি, ফৈলজানা ধর্মপল্লী, রাজশাহী; সৈকত কুলেন্তুনু সিএসসি বনপাড়া, রাজশাহী; প্রমোদ রোজারিও সিএসসি, ধরেন্ডা, ঢাকা এবং থারসন মৃং, দিগলাকোনা, ময়মনসিংহ॥

জপমালা রাণী মা মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন এবং কার্ডিনাল মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ▮ গত ৯ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত পবিত্র জপমালা রাণী ধর্মপল্লী, হাসনাবাদে প্রতিপালিকা জপমালা রাণী মা মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে আরও উপস্থিত ছিলেন ১৫ জন ফাদার, ৪ জন ব্রাদার, সিস্টারগণ এবং খ্রিস্টভক্তগণ। মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয়কে ফুলেল মালা শুভেচ্ছা জানানো হয়। উপদেশে কার্ডিনাল মহোদয় মা মারীয়ার জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। মা মারীয়ার জীবনাদর্শ আমাদের জীবন বাস্তবতায় অনুশীলন বা চর্চা করার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে কার্ডিনাল মহোদয়কে ফুল ও উপহার প্রদানের

মধ্যদিয়ে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। ধর্মপল্লীবাসীর পক্ষে ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের সহ-সভাপতি সেলেষ্টিন রোজারিও সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ কার্ডিনাল মহোদয়ের বিগত ১০ বছরের বিভিন্ন অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কার্ডিনাল মহোদয়ের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তা-ভাবনা এবং কর্মপরিকল্পনার জন্য আজ আমরা বর্তমান অবস্থানে আছি। কার্ডিনাল মহোদয় তাঁর বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং সকলের নিকট প্রার্থনার অনুরোধ জানান। উল্লেখ্য, পবিত্র জপমালা রাণী মা মারীয়ার পর্ব উপলক্ষে নয়দিন মা মারীয়ার ৯টি গুণ নিয়ে প্রস্তুতিস্বরূপ বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ এবং নবাহ প্রার্থনা করা হয়॥

কাফরুল কোয়াজী-ধর্মপল্লীর প্রতি পালক ধর্মশহীদ সাধু লরেন্স-এর পর্ব উদ্‌যাপন ও সাধু লরেন্স ভবন উদ্বোধন

হেলেন সমদ্দার ▮ গত ২০ সেপ্টেম্বর, রবিবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, কাফরুল কোয়াজী-ধর্মপল্লীর সাধু লরেন্সের গির্জায় অত্যন্ত

আনন্দঘন ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে প্রতিপালক ধর্মশহীদ সাধু লরেন্সের পর্ব উদ্‌যাপিত হয়। নয়দিন।

পর্বের খ্রিস্টযাগ পৌরহিত্য করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। সহযোগিতা করেন স্থানীয় ফাদারসহ ও অন্যান্য অতিথি ফাদারগণ। কার্ডিনাল তার বক্তব্যে বলেন, ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ মিলনানন্দে মিলিত হয়ে সাধু লরেন্সের পর্ব পালন করছেন এবং আনন্দ ও গর্বের সাথে খ্রিস্টভক্তগণ এক মিলন সমাজ গড়ে তুলেছেন। খ্রিস্টযাগ শেষে কার্ডিনাল মহোদয়কে ও আগত অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান হয়। অতপর পর্ব উপলক্ষে কাফরুল পালকীয় পরিষদের উদ্যোগে মুখপত্র "অঞ্জলি"-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয় এবং আশীর্বাদিত বিস্কুট বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের ২য় পর্যায়ে কাফরুল কোয়াজী-ধর্মপল্লীর সকল খ্রিস্টভক্তদের মিলিত প্রচেষ্টায় নির্মিত "সাধু লরেন্স ভবন" উদ্বোধন করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ও অন্যান্য অতিথিগণ। এরপর ভবনের নামফলক উন্মোচন করেন ও ফিতা কেটে নতুন ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের প্রকৃতি ও পরিবেশ বর্ষ ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে একাত্মতা জানিয়ে নতুন ভবনের সামনে কার্ডিনাল ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ একটি ক্রিস্টমাস ট্রি রোপণ করেন। পরিশেষে, দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়॥

সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ-এ বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন

রিপন জেমস কস্তা ▮ গত ৫ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টবর্ষে সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক মণ্ডলী ও অফিস স্টাফবৃন্দ বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন করেন। এবছরের বিশ্ব শিক্ষক দিবসের প্রতিপ্রাদ্য হলো–শিক্ষক: সঙ্কটের কাণ্ডারী ভবিষ্যতের স্বপ্নদ্রষ্টা। (Teachers : 'Leading in Crisis, Reimagining the Future') উক্ত অনুষ্ঠানে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস তার স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে সকলকে বরণ করে নেন। অনুষ্ঠানটির দুটি পর্যায়ের প্রথম অংশে ছিল শিক্ষক দিবসকে কেন্দ্র করে নিমন্ত্রিত ও অতিথিবৃন্দের সহভাগিতা। ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আজকের এই সঙ্কটময়

সমাজে শিক্ষকগণই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন, নতুন প্রজন্মকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছেন। 'শিক্ষকতা পেশার সৌন্দর্য' এই মূলভাবের ওপর সহভাগিতা করেন ব্রাদার লিও জেমস্ পেরেরা সিএসসি। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি; সকল অতিথি শিক্ষক প্রতিনিধিদের নিয়ে কেক কাটেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষকদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাপনী বক্তব্যে অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি বলেন, এ সঙ্কটকালীন সময়ে নেতৃত্ব দানের জন্য এবং শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত করে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যেক শিক্ষককে প্রস্তুত থাকতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করতে হবে। সমাজকে নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা বিষয়েও তিনি জোরারোপ করেন। পরিশেষে, প্রীতিভোজের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

প্রয়াত ব্রাদার রবি থিওডোর পিউরিফিকেশন সিএসসি-এর স্মরণে শোকসভা

ব্রাদার মার্টিন বিশ্বাস ▮ গত ০৯ অক্টোবর প্রয়াত ব্রাদার রবি থিওডোর পিউরিফিকেশন-এর স্মরণে এক শোক-সভার আয়োজন করা হয় সেন্ট যোসেফস্ বিদ্যালয়ের বাস্কেটবল মাঠে। উক্ত সভা শুরু হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার অজিত কস্তা ওএমআই। ফাদার সহভাগিতায় বলেন যে, 'ব্রাদার রবি ছিলেন একজন আদর্শ ব্রতধারী, একজন ব্রাদার হিসাবে তিনি মণ্ডলীকে সমৃদ্ধ করেছেন আর তাই তিনি সার্থকতার সাথে স্বর্গধামে উপনিত হয়েছেন'। অনুষ্ঠানে ব্রাদার বিনয় স্টিফেন গমেজ সিএসসি বলেন, 'আমরা আজ শোকাহত ব্রাদার রবিকে হারিয়ে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমাদের পরিচয়, তখন থেকেই দেখতাম ব্রাদার রবি ছিলেন খুবই বিচক্ষণ। বিশ্বস্ততার সাথে সকল দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। আমাদের প্রভিন্সের সমস্ত দায়িত্ব তিনি বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছেন। তিনি তাঁর নামের যথার্থ সার্থকতা রেখেছেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী'। উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক বলেন, 'ব্রাদার রবি ছিলেন দক্ষ বিচারক; তিনি সবাইকে সমান চোখে দেখতেন, কখনো মন্দতার সাথে আপোষ করতেন না। একজন শিশুকে গড়ে তোলার জন্য যা যা করণীয় তিনি তা সবই করতেন। তিনি সারাজীবন রবির মতো আলো দিয়ে গেছেন'। শেরে বাংলা থানার ওসি বলেন, 'ব্রাদার রবি সর্বদা হাসি-খুশি থাকতেন। আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি কিভাবে সত্য পথে চলতে হয় ও কিভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। পরিশেষে, ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

মানসিক আঘাত থেকে আরোগ্যলাভের বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

এলড্রিক বিশ্বাস ▮ গত ১২-১৪ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, ৩ দিনব্যাপী মানসিক আঘাত থেকে আরোগ্যলাভের বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম কারিতাস মিলনায়তনে। সেমিনারে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৩৬জন। সেমিনারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত, পারিবারিক সহিংসতা, ধর্ষণ, আত্মহত্যা, আসক্তি, দ্বন্দ্ব, এইডস্, সঙ্কটও মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকা। প্রতিদিনের উপাসনা পরিচালনা করেন রেভারেন্ড অজয় মিত্র। সেমিনারে ফেসিলিটেটর হিসেবে ছিলেন সুব্রত রিচমন্ড জয়ধর, দীপংকর রেমা ও সুনীতি নন্দী।

সুব্রত রিচমন্ড জয়ধর বলেন, পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রামের অংশগ্রহণকারীরা স্বতস্ফূর্ত ছিল এবং শিক্ষাটি তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। সুনীতি নন্দী প্রতিবেশিকে সুরক্ষা দিতে উৎসাহিত করেন।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জয় ত্রিপুরা বলেন, যারা মানসিকভাবে অসুস্থ বা ব্যথিত তাদের পরামর্শ দিতে পারি। শিপ্রা দে বলেন, পরিবারের সদস্যদের সাথে এ বিষয়ে একমত হতে পারতাম না, সেই কৌশল এখন জেনেছি। পরিশেষে, বিকেলে প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে॥

বাংলাদেশ যীশু সংঘ (জেসুইট)-এর পক্ষ থেকে নিবিড় নিমন্ত্রণ

মরমি সাধক সাধু ইগ্নেসিয়াস লয়োলা ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে যীশু সংঘের (জেসুইট) প্রতিষ্ঠা করেন। **যীশু সংঘের মূলমন্ত্র AMDG (Ad Majorem Dei Glorium)- যার অর্থ 'ঈশ্বরের মহত্তর মহিমা প্রকাশার্থে'**। সারাবিশ্বের ১৩৬টি দেশে প্রায় ১৮ হাজার জেসুইট ফাদার ও ব্রাদার কর্মরত রয়েছেন।

প্রিয় কাথলিক ছাত্রবন্ধুরা, তোমরা যারা এই বছর এইচএসসি পাশ করেছ বা কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত, এবং যিশু সংঘের-ফাদার/ব্রাদার হতে আগ্রহী, তোমাদেরকে অতি সত্তর নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করো

ফাদার ফ্রান্সিস দরেছ এসজে :	০১৭৪১০১৯১৭৭
ফাদার প্রবাস রোজারিও এসজে :	০১৭৩২৮৭৫৬৯০
ফাদার রোহিত মৃ এসজে :	০১৯৩০০২৬৬৩৭

আহ্বান পরিচালক
নবজ্যোতি নিকেতন (জেসুইট গঠনগৃহ)
কুচিলাবাড়ী, মঠবাড়ী, গাজীপুর

বিপ/২০৫/২০

তুমিলিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
মোবাইল-০১৭১০৯৫৭০১৯, ই-মেইল: tdcbssl@gmail.com

৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

তাং: ২৭ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত
তারিখ: ১৩ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ৯.৩০ মিনিট
স্থান: চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

এতদ্বারা তুমিলিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ঢাকা এর সম্মানিত সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৩ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার সকাল ৯.৩০ মিনিটে চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনিপাড়া , তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ সমিতির ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে ।
উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভাকে স্বার্থক করে তোলার জন্য সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

সাধারণ সভার কার্যসূচি:

০১। রেজিস্ট্রেশন
(ক) উপস্থিতি গণনা ও কোরাম নিরূপণ (খ) আসন গ্রহণ (গ) জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন (ঘ) পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা।
০২। মৃত সদস্যদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নিরবতা পালন ।
০৩। চেয়ারম্যানের স্বাগত বক্তব্য ০৪। সম্মানিত অতিথিদের বক্তব্য ০৫। ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
০৬। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন ।
০৭। আর্থিক বিবরণী উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন (বার্ষিক হিসাব নিকাশ, আয় ব্যয়ন, অডিট রিপোর্ট ও বাজেট অনুমোদন)।
০৮। ঋণদান পরিষদের প্রতিবেদন উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
০৯। পর্যবেক্ষণ পরিষদের প্রতিবেদন উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদন ১০। বিবিধ আলোচনা ১১। লটারি।
১২। আইস চেয়ারম্যান কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা ১৩। মধ্যাহ্ন ভোজ।

ধন্যবাদান্তে

মিল্টন লিও কস্তা
সেক্রেটারি
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

বিঃদ্রঃ যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষরপূর্বক খাদ্য কুপন ও লটারি সংগ্রহ করুন।
* সমবায় সমিতির আইন ২০০১ এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না।

বিপ/২০৬/২০

Once I asked Dadu

"Dadu why do all my favourite persons go away from earth?" So dadu replied "When you are in a garden which flower will you choose?" I said "the most beautiful ones" and dadu smiled and said " And so God also chooses the beautiful flowers of his garden"

Before dadu went he used to say never be afraid of death. Death is not the end but the beginning of a new life. Can't I see Dadu once more just to say that I love him? Can't I just touch his soft cheeks full of wrinkles once more? Can't I get a goodbye hug from him? Every step I take reminds me of him, every morning when I wake up I feel like Dadu is still with me, I can still hear his footsteps, and now even when someone turns the door knob I feel glad for a split second that it's him. Dadu used to say everything teaches a new thing. By believing him this is what I learned from covid 19:- that time is never endless but love is so give the time to the persons while they are still amoung us because you never know when their time will end.

Gilbert Francis

Birth: 1 May, 1939
Died : 10 October, 2020

There were so many wonderful memories with him that can't all fit in this page or another but I believe I have collected the most cherished one to share. Our Last dinner with him is never to be forgotten. We had a live program on facebook and due to the celebration of that we had a dinner party at his house. We all attended. I have never seen Dadu so happy as if all the joyfulness had come to him at once. The sooner it came the sooner it went.

One thing I loved most about Dadu is that he never scolded even if we tried our best to annoy him he always used to receive them with laughter. While I was with him, I learned many new things from him and especially "prayer". He always used to say and believe that prayer is the main source which will cure a person, prayer itself is a miracle. It is true that , many people as I believe was cured by dadu and thakur's prayer. Although this is difficult to accept that it didn't work the same way for my Dadu - but I believe dear God had a better plan with Dadu who is now seated by His side. Thank you Dadu for being there in our joy, sorrow, laughter which we will cherish forever. Love you dadu and always will . . .

- Your Grand Daughter, Oritri Pauline Francis

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম

আমার দাদু খুবই সুন্দর মনের মানুষ ছিলেন। সবার সাথে মিলে মিশে থাকতে পছন্দ করতেন। দাদুর সাথে আমার কিছু স্মৃতি আছে। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের ঘরে এসে নিউজ পেপার পরতেন। যখন রেওয়াজ করতাম দাদু নিচে এসে বসে বসে শুনতেন। বড়দিনের সময় দাদু খামের ভিতরে করে আমাদের সবাইকে উপহার দিতেন, আর এটা দাদু খুব পছন্দ করতেন আমি বুঝতে পারতাম। তিনি আমার গান শুনতে অনেক ভালবাসতেন। দাদুর একটি খুবই প্রিয় গান ছিল, "সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে" আমি যখন সেই গানটি গাই তখন তার কথা খুব মনে পড়ে। এখনও মনেই হয় না যে আমাদের দাদু আমাদের সাথে আর নেই। মানুষ চলে যায় কিন্তু তার স্মৃতি থেকে যায় আর সেভাবেই তারা বেঁচে থাকে। দাদু তুমি চলে গিয়েছ কিন্তু সারা জীবন জীবিত থাকবে আমাদের হৃদয়ের মাঝে।

- নাতনি আঞ্জেলিনা নদী ফ্রান্সিস

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৪০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 40
Regd. No. DA-33
❖ 1 - 7 November, 2020, ১৭ - ২৩ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নবনিযুক্ত পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই এর অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান ও সংবর্ধনা

অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি-কে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

সকল গৌরব ঈশ্বরের!

সুধী,

খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। আপনারা অবগত আছেন যে, বিগত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকার আর্চবিশপের পদ হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। একই দিনে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই-কে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পক্ষ থেকে ২৭ নভেম্বর নবনিযুক্ত আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই-এর অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান হবে। একই দিনে অবসর গ্রহণকারী আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি-কে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হবে।

এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সকল বিশপ ও দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন। মহতী এ অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সার্থক করার জন্যে আপনাদের প্রার্থনা ও সহযোগিতা বিশেষভাবে কামনা করছি।

বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ
ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রশাসক ও
চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় কমিটি

ফাদার ডেভিড গমেজ
আহ্বায়ক
কেন্দ্রীয় কমিটি

অনুষ্ঠানসূচী

তারিখ	: ২৭ নভেম্বর, শুক্রবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
স্থান	: রমনা ক্যাথিড্রাল গির্জা, ১ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
অধিষ্ঠান ও কৃতজ্ঞতার মহাখ্রিস্টযাগ	: সকাল ৯:৩০-১১:৩০ মিনিট
সংবর্ধনা অনুষ্ঠান	: সকাল ১১:৩০-দুপুর ১:৩০ মিনিট
দুপুরের খাবার	: দুপুর ১:৩০ মিনিট (নিমন্ত্রিত অতিথি ও খাদ্য কূপনধারীদের জন্য)

বি: দ্রঃ করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত সংখ্যক আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মহাখ্রিস্টযাগ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করা হবে। মহাখ্রিস্টযাগ ও অনুষ্ঠানসূচী ফেসবুক লাইভ/অনলাইন টিভির মধ্যদিয়ে সম্প্রচার করা হবে।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**